খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

সকল বোর্ড–২০২৫

খ্রীষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড : | 1 | 1 | 4 |

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. ইস্রায়েল জাতি কোথায় বন্দী ছিল?
ক আরবে খ মিশরে গ তুরস্কে ঘ লেবাননে

২. যীশু স্বাধীনতা প্রকাশ করেছেন—
i. অপরকে ভালোবেসে ii. অপরকে সেবা করে
iii. প্রাণ বিসর্জন দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সেবা কোথায় দিতে পারি?
ক নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে খ পরিবারে
গ সেলাই ও হস্তশিল্প কেন্দ্রে ঘ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

৪. কোনটি জীবনের দর্পণস্বরূপ?
ক জীবন পর্যালোচনা খ গঠন প্রশিক্ষণ
গ শিক্ষা ঘ জার্নাল লেখা

৫. একাকিত্ব দূর করতে কীসের প্রয়োজন হয়?
ক ক্ষমার খ বন্ধুত্বের গ বিশ্বাসের ঘ ভালোবাসার

৬. নিঃসঙ্গতা কেমন অনুভূতি?
ক আবেগময় খ অশান্তময় গ কষ্টকর ঘ স্বপ্নময়

৭. নেতৃত্বের গুণাগুণ প্রকাশ পায়—
i. ভালোবাসা ও আন্তরিকতায়
ii. দরদ ও মমতায় iii. বিশ্বস্ততায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮ থেকে ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
অর্ণব বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসা অর্জন করেছে এবং তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকে।

৮. অর্ণব চরিত্রটি পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করেছে?
ক যীশু খ আব্রাহাম গ দাউদ ঘ জেবেদ

৯. ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভের যথার্থ উপায়—
i. ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করা
ii. ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকা
iii. ঈশ্বরের সব আদেশ পালন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. যাকোব ও যোহন কার পুত্র ছিলেন?
ক বার্থলময়ের খ জেবেদের
গ তিমথীয়ের ঘ শলোমনের

১১. মানুষকে ঈশ্বর কীভাবে গড়েছেন?
ক নিজ প্রতিমূর্তিতে খ আব্রাহামের প্রতিমূর্তিতে
গ যীশুর প্রতিমূর্তিতে ঘ সাধু যোসেফের প্রতিমূর্তিতে

১২. সাধু পলের মতে, ভালোবাসাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এর যথার্থ কারণ হলো—
ক ভালোবাসা এক করে তোলে খ ভালোবাসা সবকিছু জয় করে
গ ভালোবাসা অমর ঘ ভালোবাসা মানুষকে মহান করে তোলে

১৩. স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে—
ক নিজের মত চলা খ অন্যের বিষয়ে ভাবা
গ নিয়ম-কানুনের অধীন থাকা ঘ দায়িত্বশীল হওয়া

১৪. মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আহ্বান কোনটি?
ক ঈশ্বরের আরাধনা করা খ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠা
গ ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করা ঘ ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা

১৫. প্রভুর প্রার্থনার প্রথম অংশ কোনটি নির্দেশ করে?
ক অনুতাপ খ প্রশংসা গ অনুনয় ঘ ধন্যবাদ

১৬. জীবনের চালিকা শক্তি কোনটি?
ক ত্যাগস্বীকার খ পরোপকার গ জ্ঞানার্জন ঘ প্রার্থনা

১৭. যীশু পুরাতন নিয়মের দশটি আজ্ঞাকে কয়টি আজ্ঞায় প্রতিস্থাপন করেছেন?
ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি

১৮. মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী?
ক সমাজের সেবা করা খ ধন-সম্পদ
গ ঈশ্বরের সাথে মিলন ঘ বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনা

১৯. মানুষ সব সৃষ্টি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে কেন?
i. পাপের কারণে ii. দুর্বলতার কারণে
iii. সহিংসতার কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. মূল্যবোধের উৎস কয়টি?
ক ১টি খ ২টি গ ৩টি ঘ ৪টি

২১. কে ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে?
ক সমাজ খ মানুষ গ যাজক ঘ ঈশ্বর

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলা সমুদ্রের উপকূল বরাবর অবস্থিত। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রায় সবসময়ই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে।

২২. নোয়াখালী জেলার লোকেরা কোন ধরনের কষ্টভোগ করে?
ক জাগতিক খ মানসিক গ দৈহিক ঘ হৃদয়ের

২৩. কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ লাঘব করতে পারে?
ক পরামর্শ খ যোগাযোগ ব্যবস্থা
গ বিজ্ঞানের আবিষ্কার ঘ ইতিবাচক মনোভাব

২৪. "দুঃখ শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা— তারাই পাবে সান্ত্বনা"—উক্তিটি কে করেছেন?
ক মথি খ যীশু গ পিতর ঘ যোহন

২৫. "সব দানের মহৎ দান হলো ভালোবাসা"। উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়—
i. ভালোবাসা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে
ii. ভালোবাসা মানুষকে সাহসী করে তোলে
iii. ভালোবাসা মানুষকে উদ্যমী করে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. প্রতিটি দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরায় কী?
ক দুর্নীতি খ মাদক গ ঘুষ ঘ খুন

২৭. কে মন্দিরে শাস্ত্রাংশ পাঠ করেন?
ক ঈশ্বর খ পিতর গ পুরোহিত ঘ যীশু

২৮. যীশু ব্যবসায়ীদের কোথা থেকে বিতাড়িত করেন?
ক দোকান খ মন্দির গ গির্জা ঘ মঠ

২৯. মানুষের জীবনে কী নির্ধারিত থাকে?
ক পথ খ জীবন গ লক্ষ্য ঘ পূর্ণতা

৩০. মানুষ জীবনের লক্ষ্য অর্জনে যখন বাধার সম্মুখীন তখন তার অবস্থা হয়—
i. হতাশাগ্রস্ত ii. দিশাহারা
iii. চঞ্চল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা, যশোর, বরিশাল বোর্ড–২০২৫

খ্রীষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন) বিষয় কোড : 1 1 4

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। জন ও ডেভিড বন্ধু। জন হাঁটতে পারে না কিন্তু সে শিক্ষিত যুবক। যদিও হাঁটতে পারে না তবুও প্রতিবেশীদের সাহায্য করে। সে দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেছেন। দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করেছেন। খাতা-কলম ও পোশাক কিনে দেন। ডেভিড এলাকার একজন নামকরা উকিল। সে দরিদ্র মানুষের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করেন। কেউ অত্যাচারিত হলে সে প্রতিবাদ করে। ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেন।

ক. খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতা কী? ১

খ. যীশু ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করলেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ডেভিডের কার্যক্রমে কোন ধরনের মুক্তির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জন ব্যক্তি হিসেবে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে– তোমার মতামত দাও। ৪

২। নিকোলাস ও হৃদয় সহপাঠি। নিকোলাস মেধাবী এবং সে ক্লাসে একাকী থাকতে পছন্দ করে। সে কোলাহল পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে না। অন্য সকলের থেকে তার রুচিবোধ আলাদা। হৃদয় একজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। সে ক্লাবের মাধ্যমে যুবকদের মাঝে তার দক্ষতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেন। যাতে করে তারাও তার মতো খেলতে পারে।

ক. পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কী? ১

খ. মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন বৈশিষ্ট্যটি হৃদয়ের জীবনে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিকোলাস ও হৃদয়ের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। লুকাস গ্রামে বাস করে। তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো। সে মা-বাবার বাধ্যগত সন্তান। সে প্রতিদিন পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যায়। সে সকলের সঙ্গে খেলাধুলা করে। তার সুন্দর পোশাক ও খেলনার কোনো অভাব নেই। কিন্তু তার খেলার সাথী জয়ন্ত খুবই গরিব। তার পোশাক বলতে একটি ছেঁড়া প্যান্ট ও জামা রয়েছে। জয়ন্তর এ অবস্থা দেখে লুকাস মনে মনে খুব কষ্ট পায়। সে মা-বাবার অনুমতি নিয়ে জয়ন্তকে জামা-কাপড়, খেলনা ও খাতা-কলম দিয়ে সহযোগিতা করে। এতে জয়ন্ত খুবই খুশী হয়।

ক. মানব সমাজের দৃশ্যমান দিক কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে আমরা সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে পারি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. লুকাসের মধ্যে খ্রীষ্টীয় আদর্শের কোন দিকটির প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর লুকাস একজন পরিপক্ব মানুষ? মূল্যায়ন করো। ৪

৪। সমীর গরিব পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। সে গ্রামের স্কুল থেকে এস.এস.সি পাশ করে শহরের কলেজে ভর্তি হয়েছে। সেখানে কমল ও লিটনসহ কয়েকজনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। সে ঔষধের দোকানে কাজ করে নিজের লেখাপড়ার খরচ বহন করে। তার বন্ধু কমল দোকানের কাজ বাদ দিয়ে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের পথ দেখিয়ে দিলে, সমীর তার কথায় সম্মতি দেয় এবং অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়ে। লিটন বুঝতে পেরে সমীরকে কমলের ব্যাপারে সচেতন হতে পরামর্শ দেয়। পরবর্তীতে লিটন সমীরকে অসৎ পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং নানাভাবে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে।

ক. বন্ধুত্ব কাকে বলে? ১

খ. বন্ধুত্ব গড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে লিটন, সমীরের কী ধরনের বন্ধু? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমীর ও কমলের বন্ধুত্বের ফলাফল কি নেতিবাচক? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। রুবেন ও দিনা একে অপরকে পছন্দ করে। দুজনই দুজনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে। প্রতিদিন তারা ফেসবুক, হোয়াটস এ্যাপ, টুইটার ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কথা বলে। মাঝে মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভিডিও কলেও কথা বলে। তাদের মধ্যে পবিত্র ভালোবাসার সম্পর্ক চলছে। রুবেন, দীনাকে এতটাই ভালোবাসে যে, সে দীনাকে রেস্টুরেন্টে খাওয়ার ছলে দেখা করার প্রস্তাব পাঠায়। দীনাও রুবেনকে ভীষণ ভালোবাসে। পারিবারিক ও ধর্মীয় সুশিক্ষা দ্বারা দীনা বৃদ্ধি লাভ করেছে। এজন্য সে ভালোবাসার পবিত্রতা সম্পর্কে রুবেনকে বোঝাতে সক্ষম হয়।

ক. আদমের বুক থেকে খুলে নেওয়া পাঁজর দিয়ে ঈশ্বর কাকে গড়ে তুললেন? ১

খ. নারীপুরুষের সুস্থ সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে রুবেন ও দিনার মধ্যে যীশুর কী ধরনের শিক্ষা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ধর্মীয় ও পারিবারিক সুশিক্ষা দীনার মাধ্যমে রুবেন গ্রহণ না করলে তাদের সম্পর্কের কী পরিণতি হতে পারে– তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। মার্টিন ও টমাস দুই ভাই শহরে স্বনামধন্য একটি কলেজে লেখাপড়া করে। তাদের পিতা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হন। এতে তাদের আর্থিক সংকটের কারণে লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায়। মার্টিন লেখাপড়া বাদ দিয়ে অল্প বেতনে ছোট একটি চাকরি নেন। মার্টিনের বেতনে টমাসের লেখাপড়া, বাবার চিকিৎসা ও পরিবারের ভরণ-পোষণে ব্যয় হতো। মার্টিনের যত্নে টমাস ভালোভাবে লেখাপড়া শেষ করে এবং ভালো বেতনের একটি চাকরি পান। কিন্তু টমাস পরিবারের দায়িত্ব এড়িয়ে চলেন।

ক. জীবনাহবান কী? ১

খ. দায়িত্বহীন স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলারই নামান্তর বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মার্টিনের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "টমাসের মনোভাব জীবনের সৌন্দর্যের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত করে"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। **দৃশ্যকল্প-১ :** সুধির একজন দরিদ্র চাষী। তিনি অন্যের জমিতে ফসল ফলান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তিনি পরিবার নিয়ে হতাশায় ভোগেন। আগামী দিনগুলো কীভাবে চলবে তা নিয়ে অস্থির থাকেন। এজন্য তিনি পরিবারসহ সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : জেসম একজন দৃঢ় খ্রীষ্ট বিশ্বাসী। তার একটিমাত্র মেয়ে রয়েছে। মেয়েটি বি.এস.সি নার্সিং প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে। দীর্ঘদিন চাকরির আবেদনের পর পরিশেষে একটি সরকারি হাসপাতালে ভালো বেতনের চাকরি হয়। তাই জেমস্ পরিবারসহ মণ্ডলীর সবাইকে নিয়ে প্রার্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

ক. মাদার তেরেজা প্রথম জীবনে কোন ধর্মসংঘের সিস্টার ছিলেন? ১

খ. কীভাবে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুধিরের প্রার্থনা তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন প্রার্থনাটি প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জেমস্ ও সুধিরের প্রার্থনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। দীপু ও সমর পাড়া প্রতিবেশী। সমর অনেক সম্পদের মালিক। দীপুর ছোট একটি মুদির দোকান আছে। তার দোকানের প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়ের জন্য সমরের কাছে কিছু টাকা ধার করে। দীপু সময়মতো ধারের টাকা পরিশোধ করে। তবুও দীপুর বিরুদ্ধে টাকা পরিশোধ না করার অজুহাত দেয়। সমর তার লোকজন নিয়ে দীপুর দোকান জোর পূর্বক দখল করে নেয়। দীপু নিরুপায় হয়ে পাল পুরোহিতের কাছে বিষয়টি বলেন। পাল পুরোহিত দীপু ও সমরকে পবিত্র মঙ্গল বাণী দ্বারা বোঝান। সমর তার ভুল বুঝতে পারে।

ক. আদম ও হবা পাপের ফলে কী শাস্তি পেয়েছিলেন? ১

খ. নোয়ার সময় ঈশ্বর মহাজল প্লাবন দিয়ে সবাইকে ধ্বংস করলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সমর দশ আজ্ঞার কোন আজ্ঞা লংঘন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পাল পুরোহিত যেন নিরাময়কারী খ্রীষ্টেরই প্রতিচ্ছবি– বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। **দৃশ্যকল্প-১ :** লরেন্স ও প্রীতির পরিবারটি হলো একটি খ্রীষ্টীয় পরিবার। পাড়ার লোকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুবই সুন্দর। প্রতি রবিবার তারা গির্জায় যান এবং সকাল-সন্ধ্যায় বাড়িতে পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করে। ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করেছেন। তারা পাড়ার লোকদের বিপদে-আপদে সবার আগে ছুটে আসেন।

দৃশ্যকল্প-২ : সুজয় ও দিপালী একে অপরকে ভালোবেসে সংসার গড়ে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের মধ্যে অবিশ্বাস, ঝগড়া, মনোমালিন্য শুরু হয়। একে অপরের মধ্যে ভুল বোঝা-বুঝি নিয়ে প্রায়ই অশান্তি সৃষ্টি হয়। সুজয় নেশা করে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে। নেশা অবস্থায় স্ত্রীকে ভীষণ মারধর করে।

ক. ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে কী দান করেছেন? ১

খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুজয় ও দিপালী কোন ধরনের বিবেক নিয়ে সংসার পরিচালনা করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মঙ্গল সমাচারের মূল্যবোধগুলো লরেন্স ও প্রীতির মধ্যে বিদ্যমান– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। স্বদেশ একজন দৃঢ় বিশ্বাসী। সামান্য অসুস্থতায় তিনি ভেঙে পড়েন না। দায়িত্ব পালনে তিনি নিষ্ঠাবান। হঠাৎ একদিন বাড়িতে মাথা ঘুরে পড়ে যান। হাসপাতালে নেয়ার পর পরীক্ষা করে জানা গেল তিনি ডায়াবেটিস ও ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসার ব্যাপারে তার প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ হলো। কিন্তু তার রোগ ভালো হলো না। তিনি হতাশ না হয়ে প্রভু যীশুর উপর নির্ভরশীল হয়ে তার কষ্টগুলো অর্পণ করেন।

ক. পুরাতন নিয়মে কষ্টভোগকে কেমন দৃষ্টিতে দেখা হতো? ১

খ. কষ্ট-যন্ত্রণা অপরিহার্য কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে স্বদেশের কষ্ট কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর স্বদেশের কষ্টগুলো যোবের কষ্টের মতো? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। তপন ও নিখিল দুই বন্ধু। তারা একই পাড়ায় বাস করে। তপনের পরিবার একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। নিখিলের পরিবার ধনী। দুই বন্ধুর স্বপ্ন বিদেশে গিয়ে প্রচুর অর্থ আয় করবে। এজন্য তারা পাসপোর্ট ও ভিসা করেছে। হঠাৎ তাদের পাড়াসহ আশ-পাশের এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষের ঘর-বাড়ি সম্পদ বিনষ্ট হলো। পাল পুরোহিতের নির্দেশক্রমে এলাকার যুবকরা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। তপন বিদেশে যাওয়ার জন্য যে অর্থ জমা করেছিল, সে বিদেশে না গিয়ে সম্পূর্ণ অর্থ ত্রাণসহায়তার কাজে গোপনে দান করল। কিন্তু নিখিলের প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও দুর্গত মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে এলো না।

ক. পূর্ণতা লাভের পথ কোনটি? ১

খ. লোগোথেরাপি কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নিখিলের জীবনে পবিত্র বাইবেলের যুবকটির সাথে কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তপনের জীবনের খ্রীষ্টের দেখানো পথের প্রতিফলন ঘটেছে– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (সকল বোর্ড)

উত্তর	১	(খ)	২	(ঘ)	৩	(ক)	৪	(গ)	৫	(খ)	৬	(গ)	৭	(ঘ)	৮	(ক)	৯	(ঘ)	১০	(খ)	১১	(ক)	১২	(গ)	১৩	(ঘ)	১৪	(খ)	১৫	(খ)
	১৬	(ঘ)	১৭	(ক)	১৮	(গ)	১৯	(খ)	২০	(খ)	২১	(খ)	২২	(ক)	২৩	(গ)	২৪	(খ)	২৫	(গ)	২৬	(ক)	২৭	(ঘ)	২৮	(খ)	২৯	(গ)	৩০	(ক)

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ জন ও ডেভিড বন্ধু। জন হাঁটতে পারে না কিন্তু সে শিক্ষিত যুবক। যদিও হাঁটতে পারে না তবুও প্রতিবেশীদের সাহায্য করে। সে দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেছেন। দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করেছেন। খাতা-কলম ও পোশাক কিনে দেন। ডেভিড এলাকার একজন নামকরা উকিল। সে দরিদ্র মানুষের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করেন। কেউ অত্যাচারিত হলে সে প্রতিবাদ করে। ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেন।

ক. খ্রিষ্টীয় স্বাধীনতা কী? ১

খ. যীশু ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করলেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ডেভিডের কার্যক্রমে কোন ধরনের মুক্তির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জন ব্যক্তি হিসেবে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে– তোমার মতামত দাও। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতা হলো ঈশ্বরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে জাগতিকভাবে নিরাসক্ত জীবনযাপন করা।

খ মানব জাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য যীশু ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেছেন।

পাপে পরিপূর্ণ জগৎ ও মানুষের জীবন দেখে মানুষের জন্য ঈশ্বর চিন্তিত হলেন। এদেন বাগানে মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করার পর তিনি মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি একজন মুক্তিদাতাকে পাঠিয়ে মানুষকে মুক্ত করবেন। তিনি মানুষকে দিতে চাইলেন পরিপূর্ণ মুক্ত ও আনন্দময় জীবন। তাই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে এই পৃথিবীতে পাঠালেন। তিনি হলেন আমাদের মুক্তিদাতা বা পরিত্রাতা। মানবজাতির ইতিহাসে যীশু হলেন মুক্তির প্রতীক।

গ উদ্দীপকে ডেভিডের কার্যক্রমে সামাজিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে ডেভিড সামাজিক নিময় তোয়াক্কা না করে সে দরিদ্র মানুষের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করেন। কেউ অত্যাচারিত হলে সে প্রতিবাদ করে। ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেন।

তার ন্যায়সংগত অবস্থান পাঠ্যবইয়ে সামাজিক মুক্তির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ সামাজিক মুক্তির জন্য সমাজের দারিদ্র্য, সামাজিক নিয়মকানুন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাধাগুলো জয়ের মাধ্যমে সামাজিক মুক্তি অর্জন করা সম্ভব যা উদ্দীপকে ডেভিডের চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ জন ব্যক্তি হিসেবে সম্পূর্ণ বিকশিত হয়েছে - মন্তব্যটি যথাযথ। আমার মতামত প্রদান করা হলো–

উদ্দীপকে জন তার দৈহিক মুক্তি লাভ করেছে। কারণ সে হাটতে পারেনা। আর একজন প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষিত যুবক হওয়ার সুবাদে প্রতিবেশীদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই। সে দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেছেন। খাতা-কলম ও পোশাক কিনে দিয়ে মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। পাঠ্য বইয়ে বাহ্যিক দৈহিক বাধাগুলো বলতে বুঝায়, দৈহিক নানা রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি বা খুঁত। দৈহিক বাধা মানুষ কখনো কখনো বংশগতভাবে লাভ করে অর্থাৎ শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। আবার কখনো কখনো জন্মের পরে, অসুস্থতার কারণে বা দুর্ঘটনায় এসব ঘটে থাকে।

প্রশ্ন ▸ ০২ নিকোলাস ও হৃদয় সহপাঠি। নিকোলাস মেধাবী এবং সে ক্লাসে একাকী থাকতে পছন্দ করে। সে কোলাহল পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে না। অন্য সকলের থেকে তার রুচিবোধ আলাদা। হৃদয় একজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। সে ক্লাবের মাধ্যমে যুবকদের মাঝে তার দক্ষতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেন। যাতে করে তারাও তার মতো খেলতে পারে।

ক. পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কী? ১

খ. মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন বৈশিষ্ট্যটি হৃদয়ের জীবনে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিকোলাস ও হৃদয়ের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মজ্ঞান বা নিজেকে জানা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান।

খ মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার ২টি প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হলো–

১. সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা একটি মৌলিক প্রয়োজন। কারণ আমরা কোনোভাবেই একাকী বাস করতে পারি না। আমাদের জীবন পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। আমি একা কখনো পূর্ণ নই। আমার পূর্ণতার জন্য সমাজের মানুষের দরকার। আবার আমিও সমাজের অন্যদের জীবন পূর্ণ করি।

২. আমাদের জীবন আবর্তিত হয় সমাজকে কেন্দ্র করে। আমরা আমাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উৎসব সমাজের মানুষের সাথে সহভাগিতা করি। আমাদের যেকোনো দুঃখ-শোক ও বিপদ-আপদে সমাজের মানুষই আমাদের পাশে দাঁড়ায়।

গ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে বৈশিষ্ট্যটি হৃদয়ের জীবনে ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

উদ্দীপকে হৃদয়ের মধ্যে মূল্যবোধ ও নিজস্ব গুণাবলি রয়েছে। কারণ মূল্যবোধের পার্থক্যের কারণে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যে অনেক বড় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক মানুষের রয়েছে নিজস্ব মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের ধারা, যে অনুসারে সে আচরণ করে। এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব। যীশুখ্রীষ্ট, মহাত্মা গান্ধী, মাদার তেরেসা, আর্চবিশপ গাঙ্গুলী, এককথায় পৃথিবীর সব মহামানবেরা নিজ নিজ পৃথক মূল্যবোধের কারণেই হয়ে উঠেছেন একক ও অনন্য। আর

নিজস্ব গুণাবলীর মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষ আলাদা আলাদা মানবিক গুণ, বুদ্ধি, প্রতিভা ও দক্ষতার অধিকারী। কতগুলোসাধারণ প্রতিভা অনেকের মধ্যে থাকলেও প্রত্যেক মানুষের মানবিক গুণ আলাদা। যেমন : একটা শ্রেণিকক্ষে পাঁচজন মেয়ে গান করতে পারে, দশজন ছেলে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে, কিন্তু তাদের মানবিক গুণগুলো আলাদা। দেখা যাবে পাঁচজন মেয়ের মধ্যে একজন দয়ালু, অন্যজন উদার কিংবা একজন ছেলে সৎ অন্যজন খুব সহানুভূতিশীল। অর্থাৎ কোনো না কোনো দিকে ভিন্নতা অবশ্যই থাকছে। মানুষ তার নিজের গুণাবলির জন্য অনন্য হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপকে হৃদয় তার প্রতিভা নিজের মধ্যে না রেখে সবার সাথে ভাগাভাগি করে তার নিজস্ব গুণাবলি প্রকাশের পাশাপাশি মূল্যবোধ প্রদর্শন করেছেন।

ঘ নিকোলাস ও হৃদয়ের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলাফল বিশেষণ করা হলো–

নিকোলাসের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ফলাফল :

১. ভিন্নতার কারণে পৃথিবীতে বৈচিত্র্য এসেছে। মানুষের ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যের দিকটিও প্রকাশিত হয় এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে।

২. বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার কারণে চাহিদার পরিপূরণ হয়েছে। পেশাগত ও কর্মজীবনে বৈচিত্র্য আছে বলেই আমরা একে অপরের কাছ থেকে সব ধরনের সেবা পাচ্ছি।

৩. আমরা যে পরস্প
রের পরিপূরক সে উপলব্ধি হয়েছে। যেমন, আমি একা সব পারি না বা আমার সবকিছু করার ক্ষমতাও নেই। এই বৈচিত্র্যের মাধ্যমেই আমরা সমাজে পরস্পরের কাছে প্রয়োজনীয় ও পরিপূরক হয়ে উঠি।

৪. ভিন্নতায় ঐক্য আসে এবং আমরা সমৃদ্ধ হই। তাতে সমন্বয় সাধনের সুযোগ থাকে।

হৃদয়ের মধ্যে বক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলাফল :

১. অনেক সময় মানুষের ভিন্নতা গ্রহণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

২. বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার কারণে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সৃষ্টি হয়।

৩. ভিন্নতার কারণে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে।

৪. ভিন্নতা স্বীকার না করে নিজের চিন্তার আলোকে অন্যকে বিচার করে অনেক বেশি আশা বা প্রত্যাশা করি। এতে হতাশা বাড়ে। অনেক সময় আমাদের আশা ভঙ্গ হতে পারে।

৫. সচেতনতা নিয়ে ভিন্নতাগুলোকে সমন্বয় করতে না পারলে বিচ্ছিন্নতা আসতে পারে।

৬. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ঠিকভাবে শনাক্ত করতে না পারলে আমরা ব্যক্তিকে অবমূল্যায়নও করতে পারি।

প্রশ্ন ▸ ০৩ লুকাস গ্রামে বাস করে। তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো। সে মা-বাবার বাধ্যগত সন্তান। সে প্রতিদিন পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যায়। সে সকলের সঙ্গে খেলাধুলা করে। তার সুন্দর পোশাক ও খেলনার কোনো অভাব নেই। কিন্তু তার খেলার সাথী জয়ন্ত খুবই গরিব। তার পোশাক বলতে একটি ছেঁড়া প্যান্ট ও জামা রয়েছে। জয়ন্তর এ অবস্থা দেখে লুকাস মনে মনে খুব কষ্ট পায়। সে মা-বাবার অনুমতি নিয়ে জয়ন্তকে জামা-কাপড়, খেলনা ও খাতা-কলম দিয়ে সহযোগিতা করে। এতে জয়ন্ত খুবই খুশী হয়।

ক. মানব সমাজের দৃশ্যমান দিক কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে আমরা সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে পারি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. লুকাসের মধ্যে খ্রীষ্টীয় আদর্শের কোন দিকটির প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর লুকাস একজন পরিপক্ব মানুষ? মূল্যায়ন করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব সমাজের দৃশ্যমান দিক হলো– সকলের একত্রিত হওয়া ও বিপদে-আপদে একে অন্যের পাশে দাড়ানো।

খ একক ও অনন্য হলেও আমরা কিন্তু একাকী বাস করি না-বাস করি পরিবারে ও সমাজে। অনেক মানুষের সাথে মিলে মিশেই আমরা বাস করি। মানুষের সাথে আমাদের ভাবের আদান প্রদান হয় ,আমরা সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করি এবং পরস্পরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি। সমাজের মানুষদের সাথে মিলেমিশে আনন্দ উৎসব করি। বিপদে-আপদে আমরা একে অন্যের পাশে দাঁড়াই। সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের এই তাগিদ ও প্রবণতা লক্ষণীয়। তবে সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রথম ধারণাই এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। আমাদের বিশ্বাসের জীবনে আমরা দেখি পবিত্র ত্রিত্বের উপস্থিতি। এক ঈশ্বরের মধ্যে পিতা ,পুত্র ও পবিত্র আত্মা-এই তিন ব্যক্তির সমাজ রয়েছে। এই তিন ব্যক্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ত্রিব্যক্তির এই আদর্শ অনুসরণ করেই আমরা সমাজে মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি। খ্রীষ্টমণ্ডলীও হলো ভক্তজনের সমাজ। মানুষের এই সমাজবদ্ধতায় খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের একটি বিশেষ দিক প্রকাশ পায়।

গ উদ্দীপকে লুকাসের মধ্যে খ্রীষ্টীয় সেবার আদর্শ দিকটি প্রকাশ ঘটেছে।

পাঠ্য বইয়ে শেষ ভোজে বসে যীশু তাঁর বিনম্র সেবার আর একটি স্মরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তিনি নিজ হাতে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিলেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চাইলেন তিনি সেবা পেতে নয়; বরং সেবা করতে এসেছেন। তিনি মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন মানুষের জন্য নিজেকে দান করতে। সেই সাথে তিনি আমাদের এই শিক্ষাও দিতে চান আমরাও যেন পরস্পরের সেবা করি। অন্যদের জন্য জীবন দান করি।

উদ্দীপকে লুকাসের সাথে পাঠ্য বইয়ে যীশুর মনোভাব এক ও অভিন্ন তা হলো মানবসেবা।

ঘ হ্যা, আমি মনে করি লুকাস একজন পরিপক্ব মানুষ।

কারণ সে তার বন্ধুর কষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই বন্ধুর জন্য মায়া ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে তাকে জামা-কাপড়, খেলনা ও খাতা-কলাম ইত্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন।

প্রভু যীশুখ্রীস্ট তিনি নিজেকে মানব সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। এমনকি শেষ ভোজের নিজেকে খাদ্য ও পানীয়রূপে দান করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে শেষ ভোজে বসে তিনি তাঁর দেহ ও রক্ত পরিত্রাণদায়ী খাদ্যরূপে দান করেছেন। জীবনদায়ী খাদ্য পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ/সাক্রামেও স্থাপন করছেন। পরিপূর্ণভাবে তিনি নিজেকে দান করলেন চিরকালের জন্য। ইতিহাসে আত্মদানের এমন উদাহরণ আর নেই। আর একজন পরিপক্ক মানুষ তার ধর্মবিশ্বাসকে এবং তার আপন সর্বোত্তম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলোকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উৎসাহী হয়। একই সাথে অন্যদের দ্বারা অর্জিত সাফল্যগুলো উৎসাহের সঙ্গে নিজের করে গ্রহণ করতে নিজেকে উন্মুক্ত রাখে। একজন পরিপক্ব মানুষের আধ্যাত্মিকতার বিকাশ শুধু তার ব্যক্তি জীবনের ওপরেই প্রভাব ফেলে না, সেই প্রভাব তার ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক-অর্থাৎ তার সামগ্রিক জীবনের ওপর পড়ে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ সমীর গরিব পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। সে গ্রামের স্কুল থেকে এস.এস.সি পাশ করে শহরের কলেজে ভর্তি হয়েছে। সেখানে কমল ও লিটনসহ কয়েকজনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। সে ঔষধের দোকানে কাজ করে নিজের লেখাপড়ার খরচ বহন করে। তার বন্ধু কমল দোকানের কাজ বাদ দিয়ে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের পথ দেখিয়ে দিলে, সমীর তার কথায় সম্মতি দেয় এবং অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়ে। লিটন বুঝতে পেরে সমীরকে কমলের ব্যাপারে সচেতন হতে পরামর্শ দেয়। পরবর্তীতে লিটন সমীরকে অসৎ পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং নানাভাবে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে।

ক. বন্ধুত্ব কাকে বলে? ১

খ. বন্ধুত্ব গড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে লিটন, সমীরের কী ধরনের বন্ধু? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমীর ও কমলের বন্ধুত্বের ফলাফল কি নেতিবাচক? বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও মনের টানে, হৃদয়ের টানে মানুষের মধ্যে যে আত্মার সম্পর্ক তৈরি হয় তাই হলো বন্ধুত্ব।

খ বন্ধুত্ব গড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলো–

বন্ধুত্বের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই যে, প্রকৃত বন্ধুত্ব পরস্পরকে স্বাধীন করে তোলে কিংবা একে অপরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে। স্বাধীনতায় তারা বেড়ে ওঠে। স্বাধীনতায় তারা একে অন্যকে কেবলমাত্র 'আমার আমার' বলে দাবি করে না বা তাকে নিজের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না। বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততার কারণে তারা একে অন্যকে স্বাধীন করে তোলে। স্বাধীনতার কারণে তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। প্রকৃত বন্ধুত্বের এ স্বাধীনতায় একজন মানুষ নিজের মতো করে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় এবং সুন্দরভাবে বিকশিত হয়।

গ উদ্দীপকে লিটন, সমীরের প্রকৃত বন্ধু।

কারণ বন্ধুত্বের বিশেষ বিশেষ কতকগুলো গুণ সমীরের জন্য লিটনের মধ্যে রয়েছে। যেমন :

১. **ভালোবাসা ও আন্তরিকতা :** আমাদের জন্মই ভালোবাসা থেকে। আমাদের জন্য মানুষকে ভালোবাসার জন্য। বন্ধুত্বের মাধ্যমে আমরা সেই ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বিনিময় করে থাকি। বন্ধুত্বপূর্ণ এ ভালোবাসার জন্য যীশু বলেছিলেন আমি তোমাদের আর দাস বলছি না বরং বন্ধু বলছি। বন্ধুত্বের বড় শক্তি হলো ভালোবাসা। ভালোবাসা থাকলে একজন মানুষ যেমনই হোক না কেন তাকে গ্রহণ করতে পারি।

২. **দরদ ও মমতা :** বন্ধুর জন্য বন্ধুর থাকে দরদ ও মমতা। যেকোনো ঘটনায় সে নিজের মতোই তার বন্ধুর জন্য অনুভব করে। অনুভূতির তীব্রতা বন্ধুত্বের একটি বড় গুণ। দরদ ও মমতায় তার প্রকাশ ঘটে।

৩. **মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা :** সে-ই আমার বন্ধু যার নিরন্তর শুভ কামনায় আমি বেঁচে আছি। বন্ধু আমার জন্য সর্বদা শুভ কামনা করে। আমার উদ্দেশ্যে তার প্রতিটি কথা ও কাজ আমার মঙ্গল কামনায় নিবেদিত। প্রকৃত বন্ধু যেকোনো অবস্থায় আমার মঙ্গল কামনা করে।

৪. **বিশ্বস্ততা :** বিশ্বস্ততা বন্ধুত্বের কেন্দ্রবিন্দু। পরস্পর বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততাকে ঘিরে বন্ধুত্বের অন্য গুণগুলো প্রকাশ পায়। একজন বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনের অনেক বড় পাওয়া। মণি-মুক্তার চেয়েও মূল্যবান হলো বিশ্বস্ত বন্ধু-যার ওপর আস্থা রাখা যায়, নিজের জীবনের একান্ত সুখ দুঃখ মন খুলে সহভাগিতা করা যায়।

৫. **আত্মদান ও সমর্থন :** প্রকৃত বন্ধু তার বন্ধুর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। যীশু আমদের প্রকৃত বন্ধু। তিনি আমাদের ভালোবেসে জীবন দিয়েছেন। সব অবস্থায় এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে সমর্থন করে। তবে মনে রাখতে হবে যে প্রকৃত বন্ধু তার বন্ধুর অন্যায় কাজকে সমর্থন করে কখনো তাকে বিপদের দিকে ঠেলে দেবে না। সমর্থন হতে হবে সত্য ও ন্যায়ের পথে সমর্থন।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে সমীর ও কমলের বন্ধুত্বের ফলাফল নেতিবাচক।

উদ্দীপকে সমীর তার বন্ধু কমলের জন্য অসৎ পথে উপার্জনের জন্য উৎসাহিত হয়েছিল। কিন্তু সে জানতো অসৎ পথে উপার্জন করা পাপ এবং এর পরিণতি সবসময় খারাপ হয়। কিন্তু বন্ধুর প্ররোচনায় ভুল পথে চালিত হয়ে অসৎ পথে উপার্জন শুরু করেছিল। কিন্তু তার প্রকৃত বন্ধু লিটন তা বুঝতে পেরে সমীরকে কমলের ব্যাপারে সচেতন হতে পরামর্শ দেয়। পরবর্তীতে লিটন সমীরকে অসৎ থেকে পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং নানাভাবে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে। লিটন তার বন্ধুকে কমলের অসৎ ফাঁদ থেকে মুক্ত করে ভুল পথ থেকে সঠিক পথে ফেরানোর জন্য তার প্রচেষ্টা সঠিক ছিল এবং তিনি তা পেরেছেন।

প্রশ্ন ▶ ০৫ রুবেন ও দিনা একে অপরকে পছন্দ করে। দুজনই দুজনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে। প্রতিদিন তারা ফেসবুক, হোয়াটস এ্যাপ, টুইটার ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কথা বলে। মাঝে মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভিডিও কলেও কথা বলে। তাদের মধ্যে পবিত্র ভালোবাসার সম্পর্ক চলছে। রুবেন, দীনাকে এতটাই ভালোবাসে যে, সে দীনাকে রেস্টুরেন্টে খাওয়ার ছলে দেখা করার প্রস্তাব পাঠায়। দীনাও রুবেনকে ভীষণ ভালোবাসে। পারিবারিক ও ধর্মীয় সুশিক্ষা দ্বারা দীনা বৃদ্ধি লাভ করেছে। এজন্য সে ভালোবাসার পবিত্রতা সম্পর্কে রুবেনকে বোঝাতে সক্ষম হয়।

ক. আদমের বুক থেকে খুলে নেওয়া পাঁজর দিয়ে ঈশ্বর কাকে গড়ে তুললেন? ১

খ. নারীপুরুষের সুস্থ সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে রুবেন ও দিনার মধ্যে যীশুর কী ধরনের শিক্ষা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ধর্মীয় ও পারিবারিক সুশিক্ষা দীনার মাধ্যমে রুবেন গ্রহণ না করলে তাদের সম্পর্কের কী পরিণতি হতে পারে– তা বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদমের বুক থেকে খুলে নেওয়া পাঁজর দিয়ে ঈশ্বর হবাকে গড়ে তুললেন।

খ নারী-পুরুষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক বলতে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বোঝায় : একে অন্যকে সম্মান করা বা মর্যাদা দেওয়া, বুঝতে পারা, একে অন্যের প্রয়োজনে ভাইবোনসুলভ মনোভাব নিয়ে পাশে দাঁড়ানো, বন্ধুসুলভ মনোভাব পোষণ করা, দৈহিক লালসাকে নিজের আয়ত্তে রেখে মানবীয় দিকের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া : একে অন্যের প্রতি দরদবোধ বা সহানুভূতি দেখানো।

গ উদ্দীপকে রুবেন ও দীনার মধ্যে নারী ও পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক শিক্ষা বিদ্যমান।

সম্পর্ক হলো ভাবের আদান-প্রদান। একজন মানুষ তার মনের ভাব বা ইচ্ছা অন্য একজন মানুষের কাছে প্রকাশ করবে, এটাই স্বাভাবিক। সুস্থ সম্পর্ক আমাদের সহায়তা করে সুন্দরভাবে ভাবের আদান-প্রদান করতে। ভালো বা সুস্থ সম্পর্ক একে অন্যের আরও কাছাকাছি যেতে সাহায্য করে।

নারী ও পুরুষ একই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বর নারী ও পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ এক হলেও শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। একে অন্যের চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির মধ্যে সেই ভিন্নতা বেশি করে লক্ষ করা যায়। তাই নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যেহেতু এই বিষয়গুলো বেশি প্রভাব বিস্তার করে তাই সব সময় সচেতন থাকতে হয়।

ঘ ধর্মীয় ও পারিবারিক সুশিক্ষা দীনার মাধ্যমে রুবেন গ্রহণ না করলে তাদের সম্পর্কের নারী ও পুরুষের অসমতা সৃষ্টি হতে পারে।

অনেকে মনে করেন, ঈশ্বর আদমের পাঁজর থেকে হবাকে সৃষ্টি করেছেন বলে পৃথিবীতে নারীজাতি দ্বিতীয় শ্রেণির সৃষ্টি। ফলে পুরুষ সব সময় নারী জাতির ওপর তার সব ক্ষমতা, প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে থাকবে অর্থাৎ নারী জাতিকে সব সময় হেয় জ্ঞান করবে, এমনটি হওয়া ন্যায্যতার প্রকাশ নয়। অন্য একটি বিষয় হলো পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা। আমাদের দেশে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার কারণে এক শ্রেণির পুরুষ সব সময় নারীদেরকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে আসছে। ফলে তাদের সুবিধা আদায়ের জন্য নারী জাতিকে ঘরকুনো করে নিজেদের আয়ত্তে রাখতে চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের ন্যায় একটি উন্নয়নশীল দেশে এর প্রভাব প্রকট। ফলে নারী বিভিন্ন নিয়মের বেড়াজালে দিনের পর দিন নিষ্পেষিত হচ্ছে।

কিন্তু নারীদের অবজ্ঞা, অবহেলা করে সমাজ ও সংসারে সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই অবশ্যই নারীদের তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৬ মার্টিন ও টমাস দুই ভাই শহরে স্বনামধন্য একটি কলেজে লেখাপড়া করে। তাদের পিতা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হন। এতে তাদের আর্থিক সংকটের কারণে লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায়। মার্টিন লেখাপড়া বাদ দিয়ে অল্প বেতনে ছোট একটি চাকরি নেন। মার্টিনের বেতনে টমাসের লেখাপড়া, বাবার চিকিৎসা ও পরিবারের ভরণ-পোষণে ব্যয় হতো। মার্টিনের যত্নে টমাস ভালোভাবে লেখাপড়া শেষ করে এবং ভালো বেতনের একটি চাকরি পান। কিন্তু টমাস পরিবারের দায়িত্ব এড়িয়ে চলেন।

ক. জীবনাহবান কী? ১

খ. দায়িত্বহীন স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলারই নামান্তর বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মার্টিনের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "টমাসের মনোভাব জীবনের সৌন্দর্যের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত করে"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক "ঈশ্বরের জীবনাহবান" বলতে বোঝায় ঈশ্বরের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি জীবনের একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ, পবিত্র, ও সৎ পথে ডাকে সাড়া দেওয়া।

খ দায়িত্বহীন স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলারই নামান্তর বলতে বুঝায়, স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যে যার খেয়াল-খুশিমতো যা ইচ্ছা তা-ই করব। স্বাধীনতা কতগুলো 'নিয়ম-কানুনের অধীন যা আমাদেরকে মেনে চলতে হয়। যেমন, ঢাকা শহরে কখনো দেখা যায় পুলিশ লোকজনকে গাড়ি চলার রাস্তা থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে আর বলছে, 'ফুটপাথ দিয়ে হাঁটুন' 'ওভারব্রিজ দিয়ে রাস্তা পার হোন' ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলুন। এছাড়াও আমাদের পরিবারে, সমাজে, মন্ডলীতে আরও অনেক নিয়ম আছে। যেমন, 'এটা করবে' 'ওটা করবে' ইত্যাদি। আমাদেরকে তা মানতে হচ্ছে, শৃঙ্খলার জন্যে, দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে। অর্থাৎ দায়িত্বহীন স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলারই নামান্তর। দায়িত্ব ছাড়া স্বাধীনতা মূল্যহীন।

গ উদ্দীপকে মার্টিনের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের দায়িত্বশীলতা ও ভালোবাসা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে মার্টিন ও টমাস দুই ভাই শহরে স্বনামধন্য একটি কলেজে লেখাপড়া করে। তাদের পিতা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হন। এতে তাদের আর্থিক সংকটের কারণে লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায়। মার্টিন লেখাপড়া বাদ দিয়ে অল্প বেতনে ছোট একটি চাকরি নেন। মার্টিনের বেতনে টমাসের লেখাপড়া, বাবার চিকিৎসা ও পরিবারের ভরণ-পোষণে ব্যয় হতো। মার্টির প্রথম তার পরিবারকে ভালোবাসে আর সেই ভালোবাসা থেকে জন্ম নেয় দায়িত্ববোধ। সে তার দায়িত্ব মনে করে তার পরিবারকে আগলে রাখে।

পাঠ্য বইয়ে স্বাধীনতা ও ভালোবাসার সাথে যেমন গভীর সম্পর্ক রয়েছে দায়িত্বশীলতার সাথেও তা রয়েছে। কারণ ভালোবাসা ব্যতিত মানুষের মনে দায়িত্বশীলতা আসে না।

ঘ "টমাসের মনোভাব জীবনের সৌন্দর্যের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত করে" উক্তিটি বিশেষণ করা হলো–

দায়িত্বশীলতাহীন বা দায়িত্ববোধহীন জীবন সৌন্দর্য বিকাশকে বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

১. **আত্মঅনুশাসনের অভাব :** দায়িত্বশীলতা মানুষকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল জীবনের দিকে পরিচালিত করে। দায়িত্ববোধহীন ব্যক্তি নিজের জীবনযাত্রায় অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, ফলে তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করে না।

২. **নৈতিক অবক্ষয় :** দায়িত্বহীন জীবন যাপনে মানুষ মিথ্যাচার, অলসতা, অবহেলা, এবং আত্মকেন্দ্রিকতায় জড়িয়ে পড়ে, যা তার চরিত্রের সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে দেয়।

৩. **সমাজের প্রতি অবজ্ঞা :** একজন দায়িত্ববোধহীন ব্যক্তি সমাজ ও পরিবেশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে। এতে সামাজিক সৌহার্দ্য, সহানুভূতি ও সহনশীলতা হারায়, যা সামাজিক সৌন্দর্যের বিকাশকে ব্যাহত করে।

৪. **সৃজনশীলতার হ্রাস :** দায়িত্ববোধ জীবনে উদ্দীপনা আনে, যা সৃজনশীলতার বিকাশে সহায়ক। কিন্তু দায়িত্বহীনতা মানুষকে উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় করে তোলে, যার ফলে মানসিক ও শৈল্পিক সৌন্দর্য বিকাশ পায় না।

৫. **আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসের ক্ষতি :** দায়িত্ব না নেওয়ার ফলে ব্যক্তি নিজের প্রতি আস্থা হারায়, যা আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর ফলে ব্যক্তি তার ভেতরের সৌন্দর্য ও সম্ভাবনাগুলো বিকাশ করতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ০৭ **দৃশ্যকল্প-১ :** সুধির একজন দরিদ্র চাষী। তিনি অন্যের জমিতে ফসল ফলান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তিনি পরিবার নিয়ে হতাশায় ভোগেন। আগামী দিনগুলো কীভাবে চলবে তা নিয়ে অস্থির থাকেন। এজন্য তিনি পরিবারসহ সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : জেসম একজন দৃঢ় খ্রীষ্ট বিশ্বাসী। তার একটিমাত্র মেয়ে রয়েছে। মেয়েটি বি.এস.সি নার্সিং প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে। দীর্ঘদিন চাকরির আবেদনের পর পরিশেষে একটি সরকারি হাসপাতালে ভালো বেতনের চাকরি হয়। তাই জেমস্ পরিবারসহ মণ্ডলীর সবাইকে নিয়ে প্রার্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

ক. মাদার তেরেজা প্রথম জীবনে কোন ধর্মসংঘের সিস্টার ছিলেন? ১

খ. কীভাবে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুধিরের প্রার্থনা তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন প্রার্থনাটি প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জেমস্ ও সুধিরের প্রার্থনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাদার তেরেজা প্রথম জীবনে লোরেটো ধর্মসংঘের সিস্টার ছিলেন।

খ ঈশ্বরের নিকট নিয়মিত প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পারি।

প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন, তাঁর পুণ্য উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করা এবং বাস্তব জীবনে তাঁর প্রকাশ তুলে ধরা। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করা বা তাঁর উপস্থিতি জীবনে উপলব্ধি করা। তাই প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের এক প্রেমময় সম্পর্কের ব্যাপার, যা চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। আমরা ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান, ভিক্ষুক নই। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা প্রেমময় ঈশ্বরের সাথে আমাদের প্রেমের সম্পর্ক গভীর করি। আর তাঁর সাথে আমাদের মধুর সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রার্থনায় আমরা তাঁর প্রতি প্রশংসা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আমাদের প্রয়োজনের কথা জ্ঞাপন করি।

গ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ সুধিরের প্রার্থনাটি পাঠ্যপুস্তকে অনুনয়মূলক বা আবেদনমূলক প্রার্থনার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে সুধির একজন দরিদ্র চাষী। তিনি অন্যের জমিতে ফসল ফলান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তিনি পরিবার নিয়ে হতাশায় ভোগেন। আগামী দিনগুলো কীভাবে চলবে তা নিয়ে অস্থির থাকেন। এজন্য তিনি পরিবারসহ সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করেন। অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন।

পাঠ্যবইয়ে অনুযায়ী আমরা যখন প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদের জন্য কিছু চায় বা আবেদন করি তখন সে প্রার্থনাকে আবেদনমূলক প্রার্থনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যীশু নিজেই বলেছেন : "তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে : দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্যে দরজাটি খুলে দেওয়া হবে। কেননা যে চায়, সে পায়; যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; যে দরজায় ঘা দেয়, তার জন্যে দরজাটি খুলে দেওয়া হয়।" (মথি ৭ : ৭-৮)

ঘ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ সুধির ও দৃশ্যকল্প-২ এ জেমসের প্রার্থনার তুলনামূলক বিশেষণ করা হলো :

উদ্দীপকে সুধিরের প্রার্থনাকে হলো অনুনয়মূলক বা আবেদনমূলক আর অপরদিকে জেমসের প্রার্থনা হলো কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা।

আবেদনমূলক প্রার্থনা মাধ্যামে ঈশ্বরের কাছে আমরা অনেকে কিছু চেয়ে থাকি। ঈশ্বরের কাছে আমাদের আবেদনের শেষ নেই। কত কিছুর জন্যে, কত কারণেই না আমরা তাঁর কাছে আমাদের নানান আবেদন, আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কথা জানিয়ে থাকি। আমরা অসুস্থতাকালে সুস্থতা লাভের জন্য প্রার্থনা করি, বিপদে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি। পরীক্ষায় ভালো ফল, ভালো চাকরি, ভালো স্বাস্থ্য, সুন্দর ভবিষ্যৎ ইত্যাদি কত কিছুর জন্যেই না আমরা ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানিয়ে থাকি। প্রভুর প্রার্থনার দ্বিতীয় অংশে যীশু নিজেই আমাদের সমস্ত আবেদন পিতার কাছে তুলে ধরতে শিখিয়েছেন।

আর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা মাধ্যামে আমরা ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা, দয়া ও নানা আশীর্বাদ পেয়ে তাঁকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করে থাকি। যেমন, রোগ থেকে সুস্থ হয়ে, বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে, পরীক্ষায় ভালো পাশ করে, ভালো চাকরি পেয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকি।

প্রশ্ন ▶ ০৮ দীপু ও সমর পাড়া প্রতিবেশী। সমর অনেক সম্পদের মালিক। দীপুর ছোট একটি মুদির দোকান আছে। তার দোকানের প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়ের জন্য সমরের কাছে কিছু টাকা ধার করে। দীপু সময়মতো ধারের টাকা পরিশোধ করে। তবুও দীপুর বিরুদ্ধে টাকা পরিশোধ না করার অজুহাত দেয়। সমর তার লোকজন নিয়ে দীপুর দোকান জোর পূর্বক দখল করে নেয়। দীপু নিরুপায় হয়ে পাল পুরোহিতের কাছে বিষয়টি বলেন। পাল পুরোহিত দীপু ও সমরকে পবিত্র মঙ্গল বাণী দ্বারা বোঝান। সমর তার ভুল বুঝতে পারে।

ক. আদম ও হবা পাপের ফলে কী শাস্তি পেয়েছিলেন? ১

খ. নোয়ার সময় ঈশ্বর মহাজল প্লাবন দিয়ে সবাইকে ধ্বংস করলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সমর দশ আজ্ঞার কোন আজ্ঞা লংঘন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পাল পুরোহিত যেন নিরাময়কারী খ্রীষ্টেরই প্রতিচ্ছবি– বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদম ও হবা পাপের ফলে স্বর্গীয় সুখের এদেন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।

খ নোয়ার সময় ঈশ্বর মহাজল প্লাবন দিয়ে সবাইকে ধ্বংস করলেন কেন তা ব্যাখ্যা করা হলো–

নোয়ার সময় মানুষ যখন পাপ বা মন্দ কাজে নিয়োজিত হলো, তখন ঈশ্বর মহাজলপ্লাবন দিয়ে তাদের সবাইকে ধ্বংস করলেন, আদিপুস্তক ৭ম অধ্যায়,। কারণ ঈশ্বর পানির মাধ্যমে পাপীদের শাস্তি দিতে চেয়েছিল তাই তিনি মহাপ্লাবনের মাধ্যমে সমস্ত পাপীদের হত্যা করেছেন।

গ সমর দশ আজ্ঞার মধ্যে "প্রতিবেশীর কোন বস্তুতে লোভ করিও না" এই আজ্ঞাটি লংঘন করেছেন।

দীপু ও সমর পাড়া প্রতিবেশী। সমর অনেক সম্পদের মালিক। দীপুর ছোট্ট একটি মুদির দোকান আছে। তার দোকানের প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়ের জন্য সমরের কাছে কিছু টাকা ধার করে। দীপু সময়মতো ধারের টাকা পরিশোধ করে। তবুও দীপুর বিরুদ্ধে টাকা পরিশোধ না করার অজুহাত দেয়। সমর তার লোকজন নিয়ে দীপুর দোকান জোর পূর্বক দখল করে নেয়। তার কর্মকান্ড প্রমাণ করে সে তার প্রতিবেশী দীপুর সম্পদের প্রতি লোভ রয়েছে। এই তার লোভের কারণে ঈশ্বরের প্রদত্ত দশ আজ্ঞার মধ্যে সর্বশেষ তথা প্রতিবেশী সম্পদের প্রতি লোভ না করার যে আহবান সেটা লজ্ঘিত হয়েছে। অর্থাৎ সে ঈশ্বরের আইন অমান্যকারী হিসেবে চিহ্নিত হবে।

ঘ পাল পুরোহিত যেন নিরাময়কারী খ্রীস্টের প্রতিচ্ছবি– উক্তিটি বিশেষণ করা হলো–

মহান ঈশ্বর কিন্তু পাপী ও দুর্বল মানুষকে কখনো দূরে ঠেলে দেন না। পবিত্র বাইবেল আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, পাপী দুর্বল মানুষকে উদ্ধার করতে করুণাময় ও প্রেমময় ঈশ্বর নিজেই হাত বাড়িয়ে দেন। তাই আদম হবা যখন পাপ করে নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন এবং লুকিয়ে রইলেন, তখন ঈশ্বর নিজেই তাদের খুঁজলেন এবং পৃথিবীতে তাদের জীবন ও বন্দিদশা থেকে উদ্ধারের জন্যে একজন ত্রাণকর্তাকে পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুকে পাঠালেন সেই প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তারূপে। যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে পাপের শক্তিকে নির্মূল করেছেন ও ক্রুশীয় মৃত্যুর গুণে পতিত মানুষকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে এনেছেন, (এফিসীয় ২ : ১৬)। তাই যোহন তাঁর মঙ্গলসমাচারের শুরুতেই উলেখ করেন যে, মানুষের পাপের অন্ধকারে যীশু আসেন তাদের জীবনকে আলোকিত করতে। পাপের অন্ধকারেই আলোর উদ্ভাস। যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন।

উদ্দীপকে পাল পুরোহিত হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধান করে নিরাময়কারী খ্রীস্টেরই প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৯ **দৃশ্যকল্প-১ :** লরেন্স ও প্রীতির পরিবারটি হলো একটি খ্রীষ্টীয় পরিবার। পাড়ার লোকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুবই সুন্দর। প্রতি রবিবার তারা গির্জায় যান এবং সকাল-সন্ধ্যায় বাড়িতে পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করে। ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করেছেন। তারা পাড়ার লোকদের বিপদে-আপদে সবার আগে ছুটে আসেন।

দৃশ্যকল্প-২ : সুজয় ও দিপালী একে অপরকে ভালোবেসে সংসার গড়ে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের মধ্যে অবিশ্বাস, ঝগড়া, মনোমালিন্য শুরু হয়। একে অপরের মধ্যে ভুল বোঝা-বুঝি নিয়ে প্রায়ই অশান্তি সৃষ্টি হয়। সুজয় নেশা করে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে। নেশা অবস্থায় স্ত্রীকে ভীষণ মারধর করে।

ক. ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে কী দান করেছেন? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সুজয় ও দিপালী কোন ধরনের বিবেক নিয়ে সংসার পরিচালনা করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মঙ্গল সমাচারের মূল্যবোধগুলো লরেন্স ও প্রীতির মধ্যে বিদ্যমান– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ঢা. বো., য. বো. ব. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে একটি সত্যময় বিবেক দান করেছেন যা হলো ঈশ্বরেরই কণ্ঠস্বর।

খ মূল্যবোধ বলতে এমন কিছুকে বোঝায় যার বিশেষ মূল্য বা গুরুত্ব রয়েছে-যা আকর্ষণীয়, প্রশংসনীয়, সমর্থনযোগ্য-যাকে পাবার জন্যে আমাদের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং যা জীবনের সুন্দর লক্ষ্য অর্জনে মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। তাই জীবনে মূল্যবোধ থাকা প্রতিটি মানুষের জন্যেই একান্ত প্রয়োজনীয়।

গ সুজয় ও দিপালী অন্তর্নিহিত বিবেক নিয়ে সংসার পরিচালনা করছেন।

উদ্দীপকে সুজয় ও দিপালীর মধ্যে যে পারিবারিক সমস্যা গুলো সৃষ্টি হয়েছে সেটার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। কারণ তাদের মনে একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস ও ঝগড়া সৃষ্টি হয়েছে যা সম্পূর্ণ তাদের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা ও মনোভাবের দ্বারা সৃষ্ট। ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে তার উত্তমতা ও সৌন্দর্য দান করেছেন, (আদিপুস্তক ৩ : ২৬)। ফলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর প্রদত্ত বিবেচনা শক্তি রয়েছে, যার ফলে সে চিনে নিতে পারে নৈতিক মূল্যবোধসমূহ; বিচার করতে পারে কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ; বুঝতে পারে কোনটি করা তার উচিত, কোনটি উচিত নয়, আর সে অনুসারে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নিজের বিবেকের সিদ্ধান্ত অনুসারেই সে কাজ করে। এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যত বেশি ঈশ্বর ভীরু, ধর্মপরায়ণ ও পবিত্র হয়, তার বিবেক তত সুন্দর হয়।

তাই সুন্দর সংসার ও সুস্থ সম্পর্ক জন্য অন্তর্নিহিত বিবেক ঈশ্বর ভীরু, ধর্মপরায়ণ ও পবিত্র হতে হবে।

ঘ মঙ্গল সমাচারের মূল্যবোধগুলো লরেন্স ও প্রীতির মধ্যে বিদ্যমান– উক্তিটি সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো–

পবিত্র মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধসমূহই হলো প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্তের মূল্যবোধের উৎস ও আদর্শ। যীশু নিজেই এই মূল্যবোধগুলো তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছেন এবং তাদের আদেশ দিয়েছেন অন্যদের তা শিক্ষা দিতেঃ "তোমরা জগতের সকল মানুষের কাছে যাও… এবং আমি তোমাদের যা কিছু করতে নির্দেশ দিয়েছি, তা তাদের পালন করতে শেখাও।" (মথি ২৮ : ১৯-২০)।

পবিত্র মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধগুলোই আমাদের জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ ও পবিত্র সুন্দর জীবনের ভিত্তি ও চালিকাশক্তি। খ্রীষ্টভক্তকে তাই বিশ্বস্তভাবে যীশুর বাণী পাঠ ও অনুধ্যান করে যীশুর শেখানো মূল্যবোধগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং সেই অনুসারে জীবনযাপন করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা যেন যীশুর শেখানো মূল্যবোধগুলো আমাদের নিজের করে নেই এবং সেগুলো দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন যাপন করি। এ বিষয়ে যীশু বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। যীশুর শেখানো মূল্যবোধগুলোই হলো আমাদের জন্যে একমাত্র সত্য পথ ও পূর্ণ মুক্তির পথ। তাই যীশু বলেন : "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন।" (যোহন ১৪ : ৬)।

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ : লরেন্স ও প্রীতির পরিবারটি হলো একটি খ্রীষ্টীয় পরিবার। পাড়ার লোকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুবই সুন্দর। প্রতি রবিবার তারা গির্জায় যান এবং সকাল-সন্ধ্যায় বাড়িতে পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করে। ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করেছেন। তারা পাড়ার লোকদের বিপদে-আপদে সবার আগে ছুটে আসেন। তাদের কার্যক্রমগুলোর মধ্যে মঙ্গল সমাচারের উপস্থিতি রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ১০ স্বদেশ একজন দৃঢ় বিশ্বাসী। সামান্য অসুস্থতায় তিনি ভেঙে পড়েন না। দায়িত্ব পালনে তিনি নিষ্ঠাবান। হঠাৎ একদিন বাড়িতে মাথা ঘুরে পড়ে যান। হাসপাতালে নেয়ার পর পরীক্ষা করে জানা গেল তিনি ডায়াবেটিস ও ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসার ব্যাপারে তার প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ হলো। কিন্তু তার রোগ ভালো হলো না। তিনি হতাশ না হয়ে প্রভু যীশুর উপর নির্ভরশীল হয়ে তার কষ্টগুলো অর্পণ করেন।

ক. পুরাতন নিয়মে কষ্টভোগকে কেমন দৃষ্টিতে দেখা হতো? ১
খ. কষ্ট-যন্ত্রণা অপরিহার্য কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে স্বদেশের কষ্ট কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর স্বদেশের কষ্টগুলো যোবের কষ্টের মতো? বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুরাতন নিয়মে কষ্টভোগকে নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয়েছে।

খ মানুষের জীবনে কষ্টের আগমন একটি রহস্য। অর্থাৎ ভালো, নির্দোষ ও ধার্মিক মানুষ কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করে কেন-এই রহস্যাবৃত প্রশ্নের সঠিক উত্তর একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। শুধু এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, কর্মফলে ধার্মিক-অধার্মিক, ঈশ্বরে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী-সকলের জন্য দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা অনিবার্য, কেউ তা এড়াতে পারে না। তাই কষ্ট-যন্ত্রণা মানুষের জীবন অপরিহার্য।

গ উদ্দীপকে স্বদেশের কষ্ট একটি দৈহিক কষ্ট। দৈহিক কষ্ট হলো রোগ-যন্ত্রণা, দীর্ঘকালীন অসুস্থতা, ক্লান্তি, স্বাস্থ্যহীনতা, প্রসব-বেদনা, কঠোর পরিশ্রম, মৃত্যুযন্ত্রণা ইত্যাদি।
উদ্দীপকে স্বদেশ একজন দৃঢ় বিশ্বাসী। সামান্য অসুস্থতায় তিনি ভেঙে পড়েন না। দায়িত্ব পালনে তিনি নিষ্ঠাবান। হঠাৎ একদিন বাড়িতে মাথা ঘুরে পড়ে যান। হাসপাতালে নেয়ার পর পরীক্ষা করে জানা গেল তিনি ডায়াবেটিস ও ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। অর্থাৎ তিনি দৈহিকভাবে অসুস্থ হয়েছেন।

ঘ হ্যা, আমি মনে করি স্বদেশের কষ্টগুলো যোবের কষ্টের মতো। কিন্তু যোবের কষ্টগুলো স্বদেশের তুলনায় আরো বৃহৎ অর্থাৎ সে মানসিক, জাগতিক ও হৃদয়ের কষ্টও ভোগ করেছেন। যেমন :

১. **সম্পদের ক্ষয় :** যোব ছিলেন অত্যন্ত ধনী। তাঁর অনেক গবাদিপশু, জমি, চাকর ও দাস-দাসী ছিল। কিন্তু একদিনেই সব ধ্বংস হয়ে যায় ডাকাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁর সম্পদ নষ্ট হয়।
২. **সন্তানদের মৃত্যু :** যোবের ৭ ছেলে ও ৩ মেয়ে ছিল। একদিন তাদের বাড়ি ভেঙে পড়ে এবং সবাই মারা যায়। এটা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় মানসিক কষ্টের একটি ছিল।
৩. **শারীরিক যন্ত্রণা :** এরপর যোব নিজেও ভয়ংকর শারীরিক রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর শরীর ফোড়া ও ঘায়ে ভরে যায়, এমনকি তিনি নিজে শরীর ঘষে ব্যথা কমানোর চেষ্টা করেন।
৪. **মানসিক ও সামাজিক অপমান :** তাঁর স্ত্রী তাঁকে ধৈর্য হারিয়ে ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতে বলেন। বন্ধুরাও এসে তাঁর কষ্টকে ঈশ্বরের শাস্তি বলে মনে করে এবং তাঁকে দোষারোপ করে। এতে যোব মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।

উদ্দীপকে স্বদেশ সে ডায়াবেটিস ও ক্যান্সারের রোগী কিন্তু সে তার অসুস্থতার জন্য ঈশ্বরকে দায়ী না করে নিয়মিত প্রার্থনা ও ঈশ্বরের প্রসংশা করেছেন তা পাঠ্যপুস্তকে যোবের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ১১ তপন ও নিখিল দুই বন্ধু। তারা একই পাড়ায় বাস করে। তপনের পরিবার একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। নিখিলের পরিবার ধনী। দুই বন্ধুর স্বপ্ন বিদেশে গিয়ে প্রচুর অর্থ আয় করবে। এজন্য তারা পাসপোর্ট ও ভিসা করেছে। হঠাৎ তাদের পাড়াসহ আশ-পাশের এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষের ঘর-বাড়ি সম্পদ বিনষ্ট হলো। পাল পুরোহিতের নির্দেশক্রমে এলাকার যুবকরা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। তপন বিদেশে যাওয়ার জন্য যে অর্থ জমা করেছিল, সে বিদেশে না গিয়ে সম্পূর্ণ অর্থ ত্রাণসহায়তার কাজে গোপনে দান করল। কিন্তু নিখিলের প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও দুর্গত মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে এলো না।

ক. পূর্ণতা লাভের পথ কোনটি? ১
খ. লোগোথেরাপি কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. নিখিলের জীবনে পবিত্র বাইবেলের যুবকটির সাথে কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তপনের জীবনের খ্রীষ্টের দেখানো পথের প্রতিফলন ঘটেছে– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঈশ্বরের দেখানো পথই হলো পূর্ণতা লাভের সর্বোত্তম পথ।

খ লোগোথেরাপি হচ্ছে একটি মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে মানুষের জীবনে অর্থ বা উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করা হয়। এই পদ্ধতির মতে, মানুষ যত কষ্টেই থাকুক না কেন, যদি তার জীবনে কোনো অর্থ থাকে, তাহলে সে সেই কষ্টকে সহ্য করতে পারে।

গ নিখিলের জীবনের সাথে পবিত্র বাইবেলের যুবকটির ধনসম্পদের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণের পাশাপাশি স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রীকতা লক্ষ্য করা যায়।
উদ্দীপকে নিখিল প্রচুর ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও গ্রামের মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়তে চায়নি। অর্থাৎ সে তার স্বার্থ ব্যতিত অন্য কারো সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে চায়না।
তার অনুরূপ পাঠ্য বইয়ে যীশু যুবকটিকে বললেন, "যদি পূর্ণতা লাভ করতে চাও, তাহলে এখন যাও; তোমার যা-কিছু আছে, সবই বিক্রি করে দাও; আর সেই টাকাটা গরিবদের দিয়ে দাও; তাহলে স্বর্গে তোমার জন্য প্রচুর মহাসম্পদ সঞ্চিত থাকবে। তারপর আমার কাছে এসো আর আমার সঙ্গে সঙ্গে চল। এই কথা শুনে যুবকটি কেমন যেন বিষণ্ণ হয়েই ফিরে গেল; কেন না তার নিজের প্রচুর সম্পত্তি ছিল", (মথি ১৯ : ২১-২২)। যীশুর পরামর্শ পালনে এই যুবকটির পূর্ণতার পথের বাধা ছিল তার নিজস্ব ধনসম্পদের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ। দ্বিতীয়ত, সমাজে ধনী হিসেবে তার একটা সামাজিক মর্যাদা ছিল। সম্পদ হারালে তার আর সেই মর্যাদা থাকবে না। এই আশংকা তার পথের বাধা হয়ে দাঁড়াল। যুবকটি যীশুর পরামর্শ চাইল ঠিকই, কিন্তু সেই পরামর্শ অনুসারে চলার মানসিকতা তার ছিল না। কাজেই পূর্ণতার পথে বাধা হতে পারে মানুষের স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা।

ঘ তপনের জীবনে খ্রীষ্টের দেখানো পথের প্রতিফলন ঘটেছে– উক্তিটি বিশেষণ করা হলো–
উদ্দীপকে তপনের মনে পরোপকারীতা ও ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রয়েছে যার কারণে সে মানুষের প্রয়োজনে তাদের পাশে দাড়াতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না।
পাঠ্য বইয়ে ঈশ্বরের দেখা পথ হলো পূর্ণতা লাভ করা। আর এই পূর্ণতা লাভ করার জন্য ঈশ্বরের দেখানো পথে চলতে হব। যীশু বলেন, "আমিই পথ, সত্য ও জীবন", (যোহন ১৪ : ৬)। আমাদের মনে যত রকমের প্রশ্ন জাগে, সেসবের উত্তর লাভ করে পিতার কাছে যাবার পথ আমাদের দেখান যীশু নিজে। তিনি এর প্রমাণ দিয়েছেন তাঁরই নিজ জীবনে। এই পথ হলো ভালোবাসার পথ, ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসার পথ। যীশুখ্রীষ্ট নিজে এই পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে পুনরুত্থান করেছেন, মানুষ হিসাবে তিনি পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন, পিতার যোগ্য পুত্র হয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করলেই আমরা যেকোন পথের মোড়ে এসে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা পেতে পারব। কারণ তিনিই সত্যিকারের পথ ও জীবন।

রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৫

খ্রীষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : | 1 | 1 | 4 |

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। উচ্চ শিক্ষিতা নারী সুজলা বিবাহিত জীবনে প্রবেশের পর ভালো চাকরি করে প্রতিষ্ঠিত হতে চান। কিন্তু তার স্বামী অরুনের সম্মতি নেই। সুজলা তার স্বামীকে বুঝাতে চেয়েছেন যে চাকরি করলে পরিবারেরই আর্থিক উন্নতি হবে। জবাবে অরুন বলেন, "তুমি হলে আমার ঘরের শোভা।"
অপরদিকে ঝর্ণা ও শিমুল পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের সাথে পার করেছে। তারা একে অপরের মতামতের গুরুত্ব দেয় এবং ভালোবাসে।
- ক. ঈশ্বর মানুষকে কততম দিনে সৃষ্টি করেছেন? ১
- খ. ঈশ্বর কেন মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন? ২
- গ. সুজলার প্রতি অরুণের মনোভাব দাম্পত্য জীবনের কোন দিককে তুলে ধরে তা পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. শিমুল এবং ঝর্ণার সম্পর্ক তাদের দাম্পত্য জীবনে স্থায়ী সুখ এনেছে বলে তুমি কী মনে কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। একটি শিক্ষা সেমিনারে প্রধান বক্তা মি. মিল্টন বলছেন, "আমরা যখন নিজেদের মধ্যকার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে পারি তখন আমরা অনেকটা মুক্ত মানুষ হই।" সেমিনারের প্রধান অতিথি থানা শিক্ষা অফিসার বলেন, "আমাদের প্রতিটি হ্যাঁ বা না হলো দায়িত্বশীল হ্যাঁ বা না। সঠিক সিদ্ধান্ত ও আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা মুক্ত মানুষ হয়ে উঠি।"
- ক. কাদের পাপের ফলে আমরা পাপের অধীন হয়ে পড়েছিলাম? ১
- খ. 'স্বাধীনতায় প্রধান বাধা ভয়'–বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের প্রধান বক্তার বক্তব্যে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. প্রধান বক্তা ও প্রধান অতিথির বক্তব্য কি একই বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। কমলপুর এলাকায় পালপুরোহিত/পাস্টর তার মতাদর্শী অনুসারীদের নিয়ে বসবাস করেন। তিনি ও তার অনুসারীগণ মানুষকে পাপের অন্ধকার পথ থেকে আলোয় ফেরার জন্য পরিত্রাণের ঐশবাণী প্রচার করেন। ঐ এলাকার শিক্ষিত যুবক নিলয় পালপুরোহিত/ পাস্টর ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালান ও কুৎসা রটান। এছাড়া তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা চালান। একদিন হঠাৎ নিলয় অসুস্থ হয়ে পড়লে পালপুরোহিত তাকে দেখতে যান এবং তার জন্য প্রার্থনা করেন। পালপুরোহিতের/ পাস্টরের এমন মহৎ কাজ দেখে নিলয় পুরোহিতের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন।
- ক. নিঃসঙ্গতা কীরূপ অনুভূতি? ১
- খ. বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজন কেন? বর্ণনা করো। ২
- গ. নিলয়ের জীবনে সাধু পলের কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে করো পালপুরোহিতের/ পাস্টরের জীবন খ্রীষ্ট বিশ্বাসে বলিয়ান? মূল্যায়ন করো। ৪

৪। রোমীয়দের কাছে লেখা সাধু পলের পত্রে বলা হয়েছে–
"পরমেশ্বরের কাছ থেকে তোমরা যে আত্মিক প্রেরণা পেয়েছ, তা তো দাসের সেই মনোভাব নয়, যার জন্যে তোমাদের আবার ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে....।" সাধু পিতর তার লেখা পত্রে বলেছেন : "স্বাধীন মানুষ তোমরা স্বাধীন মানুষের মতোই কাজ কর" বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে ধর্ম শিক্ষক বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন জীবনবোধ তৈরি করবে যা তোমাদের মধ্যে মিলন ঘটাবে।"
- ক. নিঃসঙ্গতা মানুষ জীবনে কী ধরনের অনুভূতি? ১
- খ. বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. ধর্ম শিক্ষক কোনো বিষয়টি তুলে ধরতে চেয়েছে? পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে করো, সাধু পল ও সাধু পিতর দুইটি ভিন্ন বিষয়ের উপর কথা বলেছেন, তোমার উত্তরের যথার্থতা তুলে ধরো। ৪

৫। সুজন ও রঞ্জিত একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। সুজন প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে আলোচনা করে এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে সব কাজ করে। অন্যদিকে রঞ্জিত প্রায়ই নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এবং অনেক সময় বিনা অনুমতিতে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে। সুজন রঞ্জিতের এমন আচরণের পরিবর্তন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, "যীশুর বাধ্যতার দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।"
- ক. কোন বিষয়ের লক্ষ্য এক এবং সমান্তরাল? ১
- খ. পরিবারে অবাধ্যতার পরিণতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. সুজনের কর্মকাণ্ডে কোন বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সুজনের উপদেশ রঞ্জিতের জীবনে গঠনমূলক পরিবর্তন আনতে কী সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬।

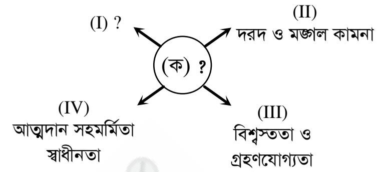

- ক. বন্ধুত্ব কী? ১
- খ. বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের 'ক' বিষয়টি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'ক' বিষয়টির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো I নং বিষয়টি-এ বিষয়ে তোমার মতামত লেখ। ৪

৭। রবি খুবই অসুস্থ। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পরও সুস্থ হচ্ছে না। রবির বাবা তার সুস্থতার জন্য বাড়িতে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছেন। অপরদিকে বিউটি এস.এস.সি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করায় তার মা আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করে।
- ক. প্রার্থনা কী? ১
- খ. আমরা কেন প্রার্থনা করি? ২
- গ. রবির বাবা যে প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছেন তা তোমার পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের দুটি প্রার্থনা সভার তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৮। অহনা তার বান্ধবীদের মধ্যে সবচেয়ে খাটো। এই নিয়ে অনেকে বিভিন্ন কথা শোনায়। তাই মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকে। অন্যদের কথাও সে ভুল বুঝে। সব কাজে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে। এই অবস্থায় তার বান্ধবী রীটা তাকে বলে, "অহনা, ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর যে তুই বেঁচে আছিস। ভালো একটা পরিবার পেয়েছিস। আমারতো একটা চোখ নেই, তবুও ঈশ্বরের গৌরব করি আনন্দ করি। মন খারাপ করিনা। কারণ আমি জানি দুঃখের পরেই সুখ আসে। ঈশ্বর সবসময়ই আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আছেন।"
- ক. নতুন নিয়মে কষ্ট সম্পর্কে যীশুর মনোভাব কীরূপ ছিল? ১
- খ. পুরাতন নিয়মে কষ্টকে খুবই নেতিবাচক হিসাবে ধরা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. অহনার আচরণে কী ধরনের কষ্ট পরিলক্ষিত হয় তা বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. রীটার আচরণের মনোভাব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৯। দৃশ্যকল্প-১ : প্রবীর খুবই স্বার্থপর। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, সহপাঠীদের সাথে প্রায়ই ঝগড়া করে। অন্যের জিনিস ইচ্ছে করে নষ্ট করে দেয় কিন্তু কেউ কিছু বলার সাহস পায় না। প্রার্থনা করে না, আড্ডা ও আনন্দ ফূর্তিতে ব্যস্ত থাকে।
দৃশ্যকল্প-২ : শ্যামলী খুবই ধার্মিক। অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে যায়। কখনো কারো ক্ষতি করে না। সময়ের সদ্ব্যবহার করে। গুরুজনদের সর্বদা শ্রদ্ধা করে। ভুল করলে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে।
- ক. যা 'আকর্ষণীয়, প্রশংসনীয় এবং সমর্থনযোগ্য' এগুলো কীসের বৈশিষ্ট্য? ১
- খ. বিবেকের সাথে কার সম্পর্ক পরিপূরক? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত প্রবীর চরিত্রটি দ্বারা তোমার পাঠের কোন ধরনের ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. শ্যামলীর চরিত্রটি কী প্রবীর চরিত্রের অনুরূপ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। ধর্ম ক্লাসে শিক্ষক প্রথম দিন ক্লাসে বলছেন, "আনন্দিত হওয়া, ব্যথার পর গৌরবান্বিত হওয়ার ইচ্ছা, আত্মপরিচয় সম্পর্কে সজাগ থাকা, ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা আমাদের উচিত।" ২য় দিন ক্লাসে শিক্ষক বলছেন, "দৈহিক কষ্ট, মানসিক কষ্ট, হৃদয়ের কষ্ট, জাগতিক কষ্ট মানুষকে হতাশার দিকে নিয়ে যায়।"
- ক. হতাশা, নিরাশা ইত্যাদি কী ধরনের কষ্ট? ১
- খ. মানুষকে কেন কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়? ২
- গ. ধর্মশিক্ষকের প্রথম দিন ক্লাসে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ধর্মশিক্ষকের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের ক্লাসের বিষয় কী একই বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের যথার্থতা ব্যাখ্যা করো। ৪

১১। দৃশ্যকল্প-১ : শিলা খবরের কাগজে একটি প্রবন্ধ পড়ছিল। পড়তে গিয়ে সে দেখল লেখা আছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো : পরিবারের উপর সহিংসতার ক্ষতিকর প্রভাব, সমাজের উপর সহিংসতার ক্ষতিকর প্রভাব, রাষ্ট্রের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব।
দৃশ্যকল্প-২ : রত্না তার সহভাগিতায় এই বিষয়গুলো তুলে ধরল : দুর্নীতি দমনে একত্রিত হওয়া, মাদক সেবন দূরীকরণ, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সৃজনশীলতা, সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদি।
- ক. সহিংসতা কী? ১
- খ. সহিংসতার বিপরীত দিকটি কী? বুঝিয়ে দাও। ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর বিষয়গুলো দৃশ্যকল্প-১ এর বিষয়ের সমাধানের বিভিন্ন পন্থা বলে কি তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ উচ্চ শিক্ষিতা নারী সুজলা বিবাহিত জীবনে প্রবেশের পর ভালো চাকরি করে প্রতিষ্ঠিত হতে চান। কিন্তু তার স্বামী অরুনের সম্মতি নেই। সুজলা তার স্বামীকে বুঝাতে চেয়েছেন যে চাকরি করলে পরিবারেরই আর্থিক উন্নতি হবে। জবাবে অরুন বলেন, "তুমি হলে আমার ঘরের শোভা।"

অপরদিকে ঝর্ণা ও শিমুল পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের সাথে পার করেছে। তারা একে অপরের মতামতের গুরুত্ব দেয় এবং ভালোবাসে।

ক. ঈশ্বর মানুষকে কততম দিনে সৃষ্টি করেছেন? ১

খ. ঈশ্বর কেন মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন? ২

গ. সুজলার প্রতি অরুণের মনোভাব দাম্পত্য জীবনের কোন দিককে তুলে ধরে তা পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শিমুল এবং ঝর্ণার সম্পর্ক তাদের দাম্পত্য জীবনে স্থায়ী সুখ এনেছে বলে তুমি কী মনে কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ষষ্ঠ দিনে, সকল সৃষ্টি সমাপ্ত করার পর।

খ পুরুষ ও নারী করে মানুষকে সৃষ্টি করা ছিলো ঈশ্বরের নিজস্ব পরিকল্পনা এবং একান্ত ইচ্ছা।

মানুষ হলো ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া তাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দুটি দিক প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে মানব ব্যাক্তি হিসেবে পূর্ণ সমতা ও অন্যদিকে নিজ নিজ স্বত্তায় পুরুষ ও নারীরূপ। এর উদ্দেশ্য ছিলো একজন পুরুষের মাত্র একজন স্ত্রী থকবে ও একজন নারীর মাত্র একজন স্বামী থাকবে।

গ সুজলার প্রতি অরুনের মনোভাব দাম্পত্য জীবনের নারী-পুরুষের অসমতার দিককে তুলে ধরে।

পারিবারিক বা দাম্পত্যজীবনে নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক বলতে বিবাহিত জীবনের মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার সম্পর্ককে বোঝায়। এখনে একে অপরকে সম্মান করা বা মর্যাদা দেওয়া, বুঝতে পারা, বন্ধুসুলভমনোভাব পোষণ করা, একে অপরের প্রতি দরদবোধ ও সহানুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে কাছাকাছি আসা ও ভাবের আদান প্রদান করা।

উদ্দীপকে সুজলার চাকরি করার ইচ্ছার প্রতি অরুনের অসম্মতি, নারীর প্রতি অসমতার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এর একটি কারন হলো পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা। আমাদের দেশে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার কারণে এক শ্রেণির পুরুষ সব সময় নারীদেরকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে আসছে। ফলে তাদের সুবিধা আদায়ের জন্য নারী জাতিকে ঘরকুনো করে নিজেদের আয়ত্তে রাখতে চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের ন্যায় একটি উন্নয়নশীল দেশে এর প্রভাব প্রকট। ফলে নারী বিভিন্ন নিয়মের বেড়াজালে দিনের পর দিন নিষ্পেষিত হচ্ছে।

ঘ হ্যাঁ, শিমুল ও ঝর্ণার সম্পর্ক তাদের জীবনে স্থায়ী সুখ এনেছে বলে আমি মনে করি।

নারী ও পুরুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি, একে অপরের পরিপূরক। নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক বলতে সাধারনত কিছু বিষয়গুলোকে বোঝায়, যেমন : একে অন্যকে সম্মান করা বা মর্যাদা দেওয়া, একে অপরকে বুজতে পারা, বন্ধুসুলভ মনোভাব পোষণ করা, দৈহিক লালসাকে নিজের আয়ত্তে রেখে মানবীয় দিকের প্রতি প্রধান্য দেওয়া ও একে অপরের প্রতি দরদবোধ ও সহানুভূতি দেখানোর মাধ্যমে কাছাকাছি আশা। এগুলোর অভাব ঘটলে সেখানে আর সুস্থ সম্পর্ক থাকে নাহ। উদ্দীপকে শিমুল এবং ঝর্ণার দাম্পত্যজীবন সুখের। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও অপরের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া তাদের দাম্পত্য জীবনে স্থায়ী সুখ এনেছে। তারা তাদের ভালোবাসার দায়িত্ব গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টির কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে অনুগ্রহ লাভ করে।

শিমুল এবং ঝর্ণার দাম্পত্যজীবনে ক্ষমতা, প্রভাব বা কর্তৃত্ব প্রযোগ নেই, পুরুষশাষিত সমাজব্যবস্থায় কনো অসমতা নেই। পারিবারিক বা দাম্পত্যজীবনে সুস্থ সম্পর্কে যে সকল বিষয় থাকা আবশ্যক তার প্রতিটি তাদের মধ্যে উপস্থিত। তাই আমি মনে করি তাদের সুস্থ সম্পর্ক তাদের জীবনে স্থায়ী সুখ এনেছে।

প্রশ্ন ▶ ০২ একটি শিক্ষা সেমিনারে প্রধান বক্তা মি. মিল্টন বলছেন, "আমরা যখন নিজেদের মধ্যকার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে পারি তখন আমরা অনেকটা মুক্ত মানুষ হই।" সেমিনারের প্রধান অতিথি থানা শিক্ষা অফিসার বলেন, "আমাদের প্রতিটি হ্যাঁ বা না হলো দায়িত্বশীল হ্যাঁ বা না। সঠিক সিদ্ধান্ত ও আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা মুক্ত মানুষ হয়ে উঠি।"

ক. কাদের পাপের ফলে আমরা পাপের অধীন হয়ে পড়েছিলাম? ১

খ. 'স্বাধীনতায় প্রধান বাধা ভয়'—বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের প্রধান বক্তার বক্তব্যে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রধান বক্তা ও প্রধান অতিথির বক্তব্য কি একই বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমাদের আদি পিতামাতা আদম ও হবার পাপের ফলে আমরা পাপের অধীন হয়ে পড়েছিলাম।

খ "স্বাধীনতার প্রধান বাধা হলো ভয়" উক্তিটি যথার্থ।

মানুষ নিজের আসল আমিকে প্রকাশ করতে পারে না ভয়ের কারনে। এতে মিথ্যার কাছে পরাধীন হয়ে সে স্বাধীন হতে পারে না। মিথ্যা ও পাপ থেকেই মানুষের ভয় জন্ম নেয়। আমরা দেখেছি, আদম ও হবা পাপ করার পর ঈশ্বরকে দেখে ভয় পেয়েছেন, কারন তারা শয়তানের অধীনস্থ হয়ে স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কাজেই স্বাধীন হবার জন্য আমাদের নির্ভীক ও পবিত্র হতে হবে।

গ প্রধান বক্তার বক্তব্যে আত্মজ্ঞানের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

আত্মজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি নিজের সম্পর্কে জানা। পৃথিবীতে আমরা কেউ কারো মতো নয়। আমাদের বাহ্যিক দিক ছাড়াও আচার ব্যাবহার বা ব্যাক্তিত্বের ভিন্নতা রয়েছে। আমরা যখন নিজেদের এই সকল বিষয় ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে পারি তখন অনেকটা মুক্ত মানুষ হই। উদ্দীপকের প্রধান বক্তা বলেছেন যে, নিজেদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য জানতে ও বুঝতে পারার মধ্য দিয়ে আমরা অনেকটা মুক্ত মানুষ হই। মুক্ত মানুষ হবার কিছু উপায়ের মধ্যে নিজেকে জানা বা আত্মজ্ঞান হলো একটি উপায়। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস বলেছিলেন, "নিজেকে জানো"। নিজেকে জানার মাধমে আমাদের মুখোশ খুলে যায় ও আমাদের ভেতরের মানুষকে আমরা চিনতে পারি। নিজের সম্বন্ধে সত্যকে গ্রহন করি। এভাবেই মানুষ হিসেবে আমরা স্বাধীন হয়ে উঠতে পারি। যীশু বলেছেন, সত্যই তোমাকে স্বাধীন করে তুলবে।

ঘ হ্যাঁ, প্রধান বক্তা ও প্রধান অতিথির বক্তব্য মুক্তির স্বাধীনতার উপর দৃষ্টিপাত করে।

মুক্ত থাকা বা স্বাধীন থাকা মানুষের সহজাত প্রবণতা। স্বাধীনতা একজন পূর্ণ ব্যাক্তি হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর মানুষকে স্বধীন করে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু মানুষ তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে ও পাপ করেছে। তারপর থেকে মানুষ হয়ে উঠেছে পরাধীন, কারন তারা পাপের অধীন হয়ে পড়েছে। তবুও মানুষ স্বাধীন হয়ে ওঠার জন্য সর্বদা চেষ্টা করছে।

উদ্দীপকের প্রধান বক্তা ও প্রধান অতিথি দুজনই মুক্তি বা স্বাধীনতার উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। তারা দুজনেই মুক্ত মানুষ হওয়ার উপায় বলেছেন। প্রধান বক্তা বলেছেন "নিজেদের মধ্যকার বৈশিষ্ট্য জানার মাধ্যমে মানুষ মুক্ত হয়ে ওঠে" এই বক্তব্য দ্বারা প্রধান বক্তা মি.মিল্টন বুঝাতে চেয়েছে যে, আত্মজ্ঞানের মাধমে মানুষ মুক্ত বা স্বাধীন হয়ে ওঠে। নিজেকে জানা, নিজের দোষগুণ জানার মাধ্যমে আমাদের ভিতরের সত্যকে গ্রহন করার মাধমে যে মুক্তি, তিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন।

অপরদিকে প্রধান অতিথিও বলেছেন যে "আমাদের প্রতিটি দায়িত্বশীল হ্যাঁ বা না আমাদের মুক্ত মানুষ করে তোলে"। এর মাধমে তিনি দায়িত্বশীল ও পরিপক্কতার মাধ্যমে যে মুক্তি ব স্বাধীনতা অর্জন করা যায়, সেই উপায়ের উপর আলোকপাত করেছেন। কারন আমরা আমাদের প্রতিটি আচরনের জন্য দায়বন্ধ। আমাদের প্রতিটি হ্যাঁ বা না হলো দায়িত্বশীল হ্যাঁ বা না। সঠিক সিদ্ধান্ত ও আচরনের মধ্য দিয়ে আমরা মুক্ত মানুষ হয়ে উঠি। দায়িত্বশীল ও পরিপক্ক মানুষ নিজের ভুলত্রুটিগুলো সহজে স্বীকার ও গ্রহন করতে পারে ও শুদ্ধি লাভের সুযোগ পায়। এভাবেই একজন মানুষ দিনে দিনে স্বাধীন হয়ে উঠে।

তাই আমি মনে করি যে প্রধান বক্তা ও প্রধান অতিথি দুজনেই মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভের উপায়ের উপর দৃষ্টিপাত করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ০৩ কমলপুর এলাকায় পালপুরোহিত/পাস্টর তার মতাদর্শী অনুসারীদের নিয়ে বসবাস করেন। তিনি ও তার অনুসারীগণ মানুষকে পাপের অন্ধকার পথ থেকে আলোয় ফেরার জন্য পরিত্রাণের ঐশবাণী প্রচার করেন। ঐ এলাকার শিক্ষিত যুবক নিলয় পালপুরোহিত/ পাস্টর ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালান ও কুৎসা রটান। এছাড়া তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা চালান। একদিন হঠাৎ নিলয় অসুস্থ হয়ে পড়লে পালপুরোহিত তাকে দেখতে যান এবং তার জন্য প্রার্থনা করেন। পালপুরোহিতের/ পাস্টরের এমন মহৎ কাজ দেখে নিলয় পুরোহিতের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন।

ক. নিঃসঙ্গতা কীরূপ অনুভূতি? ১
খ. বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজন কেন? বর্ণনা করো। ২
গ. নিলয়ের জীবনে সাধু পলের কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো পালপুরোহিতের/ পাস্টরের জীবন খ্রীষ্ট বিশ্বাসে বলিয়ান? মূল্যায়ন করো। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিঃসঙ্গাতা হলো খুবই কষ্টকর অনুভূতি। একজন নিঃসঙ্গা ব্যাক্তি অপর্যাপ্ত সামাজিক সম্পর্কের অভাবে নিজের মধ্যে শুন্যতা ও একাকিত্ব অনুভব করে।

খ নিঃসঙ্গাতা ও একাকিত্ব দূর করতে আমাদের বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজন হয়।

মানুষের একটি মৌলিক ও মানবিক আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সমাজে বসবাস করা। সহজাত বৈশিষ্ট্যের গুণেই মানুষ অনুভব করে যে, অন্যদের সঙ্গে বসবাস করার মাধ্যমেই সে অর্জন করবে প্রকৃত মানবতাবোধ। তাই বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে খুবই তীব্র। মানুষ যখন একে অন্যের সাথে দায়িত্ব সহভাগিতা করে ও একযোগে কাজ করে তখন মহৎ অনেক কিছুই সে অর্জন করতে পারে। নিঃসঙ্গাতা দুঃখ বয়ে আনে। আমাদের একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গাতা দূর করতে আমাদের প্রয়োজন হয় বন্ধুত্বের। আমরা পরস্পরের সাথে সহভাগিতা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মধ্যেই প্রকৃত সুখ ও আনন্দ খুঁজে পেতে পারি।

গ নিলয়ের জীবনে সাধু পলের মতো খ্রীষ্টবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার সাথে সকল মানুষের সম্প্রতিপূর্ণ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে। তবে এই ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের পথ বেছে নিয়েছিলো। কিন্তু মানুষ অন্যায় করলেও ইশ্বর নিজের সন্ধির বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। শুধুমাত্র ব্যক্তি বা জাতি বিশেষে নয়, সমগ্র মানবজাতি ও প্রাণিকুলের সঙ্গেও। মানুষ তবুও ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরের কাছ থেকে অন্য মানুষের কাছ থেকে সমগ্র সৃষ্টি থেকে অমনি নিজের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের নিলয়ের জীবনেও এমনই ঘটেছে। সে ঈশ্বর ও মানুষদের থেকে এমনকি নিজের থেকেও বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতো। ঈশ্বরের অনুসারীদের সাথে খারাপ ব্যাবহার করতো ও কুৎসা রটাতো। ঈশ্বরকে অস্বীকার করতো। পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি যে সাধু পল এমন জীবনযাপন করতেন। ঈশ্বরের বিরোধিতা করতেন। কিন্তু ঈশ্বর পরে তার মন পরিবর্তন করে নিজের সেবক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকাল দেখা যায় সাধু পল খ্রীষ্ট বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে খ্রীষ্টীয় বাণী প্রচার করেন। নিলয়ের জীবনেও ঠিক এমন পরিবর্তন হয় ও খ্রীষ্টবিশ্বাসে বলীয়ান জীবনযাপন করে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি পালপুরোহিত বা পাস্টর জীবন খ্রিষ্ট বিশ্বাসে বলীয়ান।

খ্রিষ্ট বিশ্বাসে বলীয়ান হওয়া মানে হলো খ্রিষ্টের শিক্ষা ও আদর্শকে মেনে চলা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা। এটি শুধু বাইবেলের জ্ঞান রাখার বিষয় নয়, বরং বিশ্বাস, আচরণ এবং জীবনযাপনে খ্রীস্টীয় নীতিমালার প্রতিফলন ঘটানো। নিয়মিত প্রার্থনা, সমাজে ভালো কাজে অবদান রাখা, জীবনে

চলার পথে সমস্যা ও প্রলোভনের সময় খ্রীষ্টীয় আদর্শকে ধারন করাও একজন বলীয়ান খ্রিস্ট বিশ্বাসীর মধ্যে প্রকাশ পায়।

উদ্দীপকের পালপুরোহিতের বা পাস্টরের জীবনেও খ্রিস্টের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের উপস্থিতি খেতে পাই। ঈশ্বরের প্রতি তার ভক্তি, বিশ্বাস, শিক্ষা ও আদর্শ তাকে আত্মিক মুক্তি দিয়েছে। মঙ্গলসমাচারে লিখিত আছে যে "তোমরা যদি আমার বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাকো, তাহলেই তো তোমরা আমার যথার্থ শিষ্য।" পালপুরোহিতের জীবনাদর্শে এই বাণীর পূর্ণ প্রকাশ পায়। তিনি ঈশ্বরের ঐশবাণী প্রচার করেন ও তার অনুসারীদের পাপের অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন।

উদ্দীপকের নিলয়ের ব্যাবহারের প্রতি তার মনোভাব প্রকাশ করে যে তিনি ছিলেন খ্রিস্ট বিশ্বাসে বলীয়ান। তিনি ধৈর্য ধরে নিলয়ের অসুস্থতার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। তার ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিলো, তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর একদিন না একদিন নিলয়ের মন পরিবর্তন করে তাকে তাঁর সেবক বানাবেন। এমন বিশ্বাস প্রকাশ করে যে, পালপুরোহিত বা পাস্টর ছিলেন খ্রিস্ট বিশ্বাসে বলীয়ান।

প্রশ্ন ▶ ০৪ রোমীয়দের কাছে লেখা সাধু পলের পত্রে বলা হয়েছে— "পরমেশ্বরের কাছ থেকে তোমরা যে আত্মিক প্রেরণা পেয়েছ, তা তো দাসের সেই মনোভাব নয়, যার জন্যে তোমাদের আবার ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে....।" সাধু পিতর তার লেখা পত্রে বলেছেন : "স্বাধীন মানুষ তোমরা স্বাধীন মানুষের মতোই কাজ কর" বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে ধর্ম শিক্ষক বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন জীবনবোধ তৈরি করবে যা তোমাদের মধ্যে মিলন ঘটাবে।"

ক. নিঃসঙ্গতা মানুষ জীবনে কী ধরনের অনুভূতি? ১
খ. বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ধর্ম শিক্ষক কোনো বিষয়টি তুলে ধরতে চেয়েছে? পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো, সাধু পল ও সাধু পিতর দুইটি ভিন্ন বিষয়ের উপর কথা বলেছেন, তোমার উত্তরের যথার্থতা তুলে ধরো। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিঃসঙ্গতা মানুষের জীবনে খুবই কষ্টকর অনুভূতি।

খ সমাজে বসবাস করা হচ্ছে মানুষের একটি মৌলিক মানবিক আকাঙ্ক্ষা। সহজাত বৈশিষ্ট্যের গুণেই মানুষ অনুভব করে যে, শুধুমাত্র অন্যদের সঙ্গে বসবাস করার মাধ্যমেই সে অর্জন করে প্রকৃত মানবতাবোধ।তাই বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে খুবই তীব্র। মানুষ যখন একে অন্যের সাথে দায়িত্ব সহভাগিতা করে ও একযোগে কাজ করে তখন মহৎ অনেক কিছুই সে অর্জন করতে পারে। নিঃসঙ্গতা দুঃখ বয়ে আনে। আমাদের একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা দূর করতে আমাদের প্রয়োজন হয় বন্ধুত্বের। আমরা পরস্পরের সাথে সহভাগিতা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মধ্যেই প্রকৃত সুখ ও আনন্দ খুঁজে পেতে পারি। একযোগে কাজ করে মানুষ মহৎ অনেক কিছুই অর্জন করতে পারে।

গ উদ্দীপকে ধর্ম শিক্ষক ব্যক্তির জীবনে স্বাধীনতা প্রয়োজনীয়তা বিষয়টি তুলে ধরতে চেয়েছে।

পবিত্র বাইবেলে দুই ধরনের স্বাধীনতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে- রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে পরাধীনতা বা দাসত্ব হতে স্বাধীনতা বা মুক্তি এবং অন্যটি হলো অভ্যন্তরীণভাবে পাপের দাসত্ব হতে স্বাধীনতা বা মুক্তি। পবিত্র বাইবেলের যাত্রাপুস্তকে ইস্রায়েল জাতির মিশর দেশের দাসত্ব হতে মুক্তির বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তীতে প্রবক্তাদের লিখিত গ্রন্থে ইস্রায়েল জাতির ব্যাবিলনের দাসত্ব হতে মুক্তির বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে বর্ণনা রয়েছে পাপের দাসত্ব হতে মুক্তির বিষয়ে। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এ জগতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদেরকে পাপের দাসত্ব হতে মুক্তি দিতে। নতুন নিয়ম হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো। যীশু নিজেই স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো পরাধীনতার পক্ষে নয়। তাই পাপের অধীন থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করার জন্য তিনি ক্রুশে জীবন দিয়েছিলেন। তার জীবনে প্রতি কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে স্বাধীনচেতা মনোভাব।

ঘ উদ্দীপকে সাধু পল ও সাধু পিতর যে বিষয়ে কথা বলেছেন সেটা অভিন্ন ও একসূত্রে গাথা।

উদ্দীপকে রোমীয়দের কাছে লেখা সাধু পলের পত্রে বলা হয়েছে : "পরমেশ্বরের কাছ থেকে তোমরা যে আত্মিক প্রেরণা পেয়েছ, তা তো দাসের সেই মনোভাব নয়, যার জন্যে তোমাদের আবার ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে........।" এই পত্রের মাধ্যমে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতাভাবে বেচে থাকার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

আর সাধু পিতর তার লেখা পত্রে বলেছেন : "স্বাধীন মানুষ তোমরা স্বাধীন মানুষের মতোই কাজ কর"। এই পত্রের মাধ্যমেও সাধু পিতর মানুষকে দাসত্ব মনোভাব থেকে বেড়িয়ে স্বাধীনভাবে বেচে থাকার জন্য আহবান করেছেন।

তাই উদ্দীপকে সাধু পল ও পিতরের পত্রের উদ্দেশ্য অভিন্ন উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ সুজন ও রঞ্জিত একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। সুজন প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে আলোচনা করে এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে সব কাজ করে। অন্যদিকে রঞ্জিত প্রায়ই নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এবং অনেক সময় বিনা অনুমতিতে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে। সুজন রঞ্জিতের এমন আচরণের পরিবর্তন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, "যীশুর বাধ্যতার দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।"

ক. কোন বিষয়ের লক্ষ্য এক এবং সমান্তরাল? ১
খ. পরিবারে অবাধ্যতার পরিণতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সুজনের কর্মকাডে কোন বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সুজনের উপদেশ রঞ্জিতের জীবনে গঠনমূলক পরিবর্তন আনতে কী সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীনতা ও বাধ্যতার লক্ষ্য এক এবং তারা চলে সমান্তরালে।

খ পরিবারের প্রতি বাধ্য না থাকলে সেখানে আসে ভুল বোঝাবুঝি, দুঃখ, মনোমালিন্য, অশান্তি এবং পরিবারে একটি অসহনীয় অবস্থা ও পরিবেশ বিরাজ করে। পরিবার শান্তি, ভালোবাসা ও সৌহার্দপূর্ণ অবস্থা থাকে না।

গ সুজনের কর্মকান্ডে কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে।

উদ্দীপকে সুজন প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে আলোচনা করে এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে সব কাজ করে। যার ফলে তার মধ্যে কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ পেয়েছে তার আচরণের মাধ্যমে।

কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য স্বাধীনতারই অংশ। এই আনুগত্য আমাদের স্বাধীন সত্তা থেকে আসে। যদি সহজভাবে আমাদের অন্তর থেকে না আসে তবে সেখানে প্রকৃত শান্তি থাকতে পারে না। আমরা স্ব-ইচ্ছায় ও মুক্ত অন্তরে আমাদের পরিবারের কর্তা যিনি, তিনি পিতা বা মাতা যে-ই হোন না কেন,যেন তার বাধ্য থাকি।একইভাবে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রধানদের প্রতিও আমাদের বাধ্যতা হবে স্বেচ্ছায় ও খোলা মনে। পরিবারে প্রতিজন ব্যক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী, সমাজে প্রতিজন সদস্য, দেশে প্রতিটি নাগরিক যদি এভাবে স্বেচ্ছায় ও খোলা মনে তাদের পরিচালক ও নেতৃবর্গের পরিচালনাধীনে চলে ও বাধ্য থাকে তাহলে সেই পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সকল সদস্যদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে একতা ও শান্তি বিরাজ করবে। নেতৃবর্গ ও কর্তৃপক্ষ সেই প্রতিষ্ঠানকে ও প্রতিষ্ঠানের সকলকে উন্নতি, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

ঘ সুজনের উপদেশ রঞ্জিতের জীবনে গঠনমূলক পরিবর্তন আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

কারণ যীশুর বাধ্যতার দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তিনি সারা জীবন ধরে 'তাঁর পিতার' বাধ্য ছিলেন। সাধু যোহনের লেখা মঙ্গলসমাচার থেকে যীশুর নিজের কথায় আমরা পিতার প্রতি তাঁর বাধ্যতার কথা জানতে পারি "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা মেনে চলা এবং তাঁর দেওয়া কাজ সম্পন্ন করা, সেই তো আমার খাবার।" (যোহন ৪ : ৩৪)। "আমি নিজে থেকে কিছুই করি না; বরং পিতা আমাকে যা শিখিয়েছেন, আমি ঠিক তা-ই বলে থাকি। যে সমস্ত কাজে তিনি প্রীত হন, আমি সর্বদা তা-ই করে থাকি" (যোহন ৮:২৮-২৯)।) মৃত্যু পর্যন্ত যীশু তাঁর পিতার ইচ্ছা পালন করে গিয়েছেন। মৃত্যুর আগের রাতে গেৎসিমানি বাগানে যীশু তাঁর আসন্ন ক্রুশ-মৃত্যুর কথা ভেবে দুঃখে কাতর হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "পিতা আমার, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্রটি আমার কাছ থেকে দূরেই সরে যাক। তবে আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক" (মথি ২৬:৩৯-৪২)। সুজিত কর্তৃক রঞ্জিতকে যীশুর জীবনাদর্শকে মেনে চলার উপদেশের মাধ্যমে রঞ্জিতের আচরণ পরিবর্তনের সহায়ক হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৬

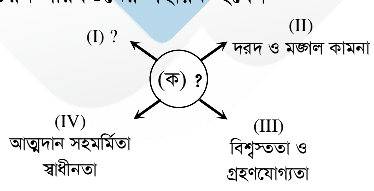

ক. বন্ধুত্ব কী? ১

খ. বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' বিষয়টি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' বিষয়টির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো I নং বিষয়টি-এ বিষয়ে তোমার মতামত লেখ। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন মানুষের সাথে আর একজন মানুষের যে আন্তরিকতাপূর্ণ বা সুহৃদ সম্পর্ক তাকেই বলা হয় বন্ধুত্ব।

খ বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হলো :

সমাজে আমরা অনেকের সাথেই বন্ধুসুলভ। কিন্তু সবাই আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়। ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে-ই যাকে আমি সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করি। আমরা জীবনে হয়তো অনেক বন্ধু পাব, প্রকৃত বিশ্বস্ত বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। জীবনে দুই একজন যদি পাই তাও বড় ভাগ্যের ব্যাপার। যীশুর জীবনের দিকে তাকালে আমরা এই বিষয়টি খুবই ভালোভাবে বুঝতে পারি। বারোজন শিষ্যের মধ্যে যুদাস যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সাধু পিতরও ভয়ে তাঁকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন, পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যীশুর প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থেকে নিজের জীবনও দান করেছেন। বিশ্বস্ত বন্ধু আর বন্ধুর বিশ্বস্ততা সত্যি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যীশু নিজে কিন্তু সমগ্র মানবজাতির বিশ্বস্ত বন্ধু। মানুষকে ভালোবেসে তিনি তাঁর নিজের জীবন দিয়েছেন। রোমান ক্যাথলিক বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বেন সিরা পুস্তকে বিশ্বস্ত বন্ধুর গুরুত্ব দেখতে পাই পাই।

গ উদ্দীপকে "ক" বিষয়টি দ্বারা বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের বিষয়টি বুঝানো হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ে কতকগুলো বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যেমন:

১. **ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব :** মানুষের জন্মই ভালোবাসা ও আন্তরিকতার জন্য। বন্ধুত্ব সেই ভালোবাসার অন্যতম প্রকাশ। যীশু বন্ধুত্বকে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, "আমি তোমাদের বন্ধু বলছি।" সত্যিকারের বন্ধুত্বের মূল শক্তি ভালোবাসা, যা মানুষকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

২. **দরদ ও মমতা :** বন্ধুত্বে থাকে গভীর দরদ ও মমতা। বন্ধু যেকোনো অবস্থায় অন্য বন্ধুর জন্য নিজের মতোই অনুভব করে।

৩. **মঙ্গল কামনা :** প্রকৃত বন্ধু সব সময় অন্য বন্ধুর মঙ্গল কামনা করে। তার কথা ও কাজ সবসময় শুভ উদ্দেশ্যে নিবেদিত থাকে।

৪. **বিশ্বস্ততা :** বিশ্বস্ততা বন্ধুত্বের মূল ভিত্তি। একজন বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনের অন্যতম বড় সম্পদ, যার ওপর নিঃসংকোচে নির্ভর করা যায়।

৫. **আত্মদান ও সমর্থন :** প্রকৃত বন্ধু প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকে। তবে সে কখনো অন্যায়ের পক্ষে নয়, বরং সত্য ও ন্যায়ের পথেই সমর্থন দেয়।

৬. **সহমর্মিতা ও সহযোগিতা :** প্রকৃত বন্ধু সুখ-দুঃখের সাথী। সে বিপদে-আপদে পাশে থাকে, আনন্দ ও বেদনায় সমভাবে ভাগ নেয় এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

৭. **গ্রহণযোগ্যতা :** বন্ধুত্বের সৌন্দর্য হলো একে অপরের ভিন্নতা সহজভাবে গ্রহণ করা। বৈচিত্র্যকে সম্মান করেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যা পারস্পরিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে।

৮. **স্বাধীনতা :** প্রকৃত বন্ধুত্ব একে অপরকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়। তারা পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং আস্থা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে।

ঘ উদ্দীপকে "ক" অর্থাৎ বিশ্বস্ত বন্ধুত্ব বিষয়টির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ১ নং অর্থাৎ ভালোবাসা ও আন্তরিকতা।

কারণ ভালোবাসা ও আন্তরিকতা ব্যতিত বন্ধুত্ব মূল্যহীন। বন্ধুত্বের জন্য অবশ্যই পরস্পরকে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা ধারণ করতে হবে।

বন্ধুত্বের জীবনে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার গুরুত্ব :
ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বিষয়টি মানুষের সম্পর্কের সবচেয়ে গভীর ও মৌলিক অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করে। নিচে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো :

১. **ভালোবাসা থেকেই বন্ধুত্ব জন্ম :** মানবজীবনের সূচনা ও বিকাশের পেছনে রয়েছে ভালোবাসার গভীর ভিত্তি। আমাদের জন্ম শুধু জৈবিক প্রক্রিয়ার ফসল নয়, এটি এক গহিন মানবিক সম্পর্কের ফল যেখানে ভালোবাসা একটি প্রধান উপাদান। একটি সন্তান তার বাবা-মার ভালোবাসার বন্ধন থেকেই পৃথিবীতে আসে এবং সেই ভালোবাসা দিয়েই তার জীবনের শুরু হয়।

২. মানুষকে ভালোবাসার জন্য মানুষের মধ্যে যে মানবিক গুণাবলি রয়েছে, তার অন্যতম হলো অন্যকে ভালোবাসার ক্ষমতা। আমরা কেবল নিজের জন্যই বাঁচি না, বরং অন্যের জন্য, তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জন্য, সহানুভূতি দেখানোর জন্যও বাঁচি। এটাই মানবতার অন্যতম সৌন্দর্য।

৩. **বন্ধুত্ব হলো ভালোবাসা ও আন্তরিকতার প্রকাশমাধ্যম :** বন্ধুত্ব এমন একটি সম্পর্ক, যেখানে কোনো রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও ভালোবাসা ও আন্তরিকতা গভীরভাবে প্রবাহিত হয়। এই সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, যত্ন, মমতা ও সমর্থন জানায়। এখানে নেই কোনো বাধ্যবাধকতা, আছে কেবল আন্তরিক অনুভব ও মানবিক বন্ধন।

৪. **যীশুর বন্ধুত্বের ব্যাখ্যা :** পবিত্র বাইবেল এর মাধ্যমে জানতে পারি প্রভু যীশু বন্ধুত্বকে এমন এক উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যেখানে তিনি তাঁর অনুসারীদের 'দাস' বা অনুগত হিসেবে নয়, বরং 'বন্ধু' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বুঝিয়েছেন প্রকৃত ভালোবাসা কোনো শ্রেণিবিভক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি সমতা, সম্মান ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

৫. **ভালোবাসা বন্ধুত্বের শক্তি :** প্রকৃত বন্ধুত্বের মূল শক্তি হলো নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। ভালোবাসা থাকলে কোনো মানুষের ত্রুটি বা দুর্বলতা আমাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে না। বরং আমরা তাকে যেমন, ঠিক তেমনভাবেই গ্রহণ করতে পারি। এই গ্রহণযোগ্যতাই বন্ধুত্বকে দৃঢ় ও টেকসই করে তোলে।

প্রশ্ন ▸ ০৭ রবি খুবই অসুস্থ। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পরও সুস্থ হচ্ছে না। রবির বাবা তার সুস্থতার জন্য বাড়িতে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছেন। অপরদিকে বিউটি এস.এস.সি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করায় তার মা আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করে।

ক. প্রার্থনা কী? ১
খ. আমরা কেন প্রার্থনা করি? ২
গ. রবির বাবা যে প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছেন তা তোমার পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দুটি প্রার্থনা সভার তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রার্থনা হলো কিছু চাওয়া, যাচনা করা, মিনতি করা, ভিক্ষা করা, কোনো কিছুর জন্যে আবেদন করা বা আকুতি-মিনতি জানানো।

খ আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের চাওয়া, যাচনা করা ও কোনো কিছু জন্যে আবেদন করার জন্য।
কিন্তু এর বাইরেও প্রার্থনা করার কারণ হলো-

১. **ঈশ্বরের সাথো আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা :** প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গো ব্যক্তিগত ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। এটি এক ধরনের ঈশ্বরের সাথে আত্মিক সংযোগ স্থাপনের সাহায্য করে।

২. **ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ :** জীবনের সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্যেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো এবং তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

৩. **সহায়তা ও দিকনির্দেশনা চাওয়া :** জীবনের নানা সংকটে, দুশ্চিন্তা বা সিদ্ধান্তহীনতার মুহূর্তে ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারি। কারণ মানব জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক হলো ঈশ্বর।

৪. **ক্ষমা প্রার্থনা :** ভুল-ত্রুটির জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা চাওয়া।

৫. **আত্মশুদ্ধি ও মানসিক শান্তি :** প্রার্থনার মাধ্যমে মন শান্ত হয় এবং আত্মশুদ্ধির অনুভব হয়।

৬. **বিশ্বাস ও ভরসার বহিঃপ্রকাশ :** ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও নির্ভরতাকে প্রকাশ করে প্রার্থনা।

গ উদ্দীপকে রবির বাবা যে প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছেন তা হলো অনুনয়মূলক বা আবেদনমূলক প্রার্থনা। কারণ রবির বাবা তার ছেলে বরি সুস্থতার উক্ত প্রার্থনা সভাটি আয়োজন করেছেন।
ঈশ্বরের কাছে মানুষের আবেদনের শেষ নেই। কত কিছুর জন্যে, কত কারণেই না আমরা তাঁর কাছে আমাদের নানান আবেদন, আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কথা জানিয়ে থাকি। আমরা অসুস্থতাকালে সুস্থতা লাভের জন্য প্রার্থনা করি, বিপদে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি। পরীক্ষায় ভালো ফল, ভালো চাকরি, ভালো স্বাস্থ্য, সুন্দর ভবিষ্যৎ ইত্যাদি কত কিছুর জন্যেই না আমরা ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানিয়ে থাকি। প্রভুর প্রার্থনার দ্বিতীয় অংশে যীশু নিজেই আমাদের সমস্ত আবেদন পিতার কাছে তুলে ধরতে শিখিয়েছেন।
ঈশ্বর আমাদের চাওয়া পাওয়া বিষয়ে সবকিছু জানেন। তারপরেও তিনি চান আমরা যেন তার নিকট নতজানু হয়ে বাধ্য সন্তানের মতো আমাদের প্রয়োজনের বিষয়ে জানাই। যীশু নিজেই বলেছেন : “তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্যে দরজাটি খুলে দেওয়া হবে। কেননা যে চায়, সে পায়; যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; যে দরজায় ঘা দেয়, তার জন্যে দরজাটি খুলে দেওয়া হয়।” (মথি ৭:৭-৮)।

ঘ উদ্দীপকে রবির বাবার আয়োজিত প্রার্থনা সভাটি অনুনয়মূলক বা আবেদনমূলক প্রার্থনা ও বিউটির মা কর্তৃক আয়োজিত প্রার্থনাসভাটি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা।
উক্ত দুই প্রার্থনা সভা তুলনা মূলক আলোচনা করা হলো:
অনুনয়মূলক বা আবেদনমূলক প্রার্থনা: এই প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের নিকট আমাদের চাওয়া, ইচ্ছা ও প্রয়োজন গুলো জানাতে পারি। যীশু নিজেই বলেছেন : “তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্যে দরজাটি খুলে দেওয়া হবে। কেননা যে চায়, সে পায়; যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; যে দরজায় ঘা দেয়, তার জন্যে দরজাটি খুলে দেওয়া হয়।” (মথি ৭:৭-৮)। তাই আমরা ঈশ্বরের কাছে মন দিয়ে যা চাইবো ঈশ্বর আমাদের দেবেন।

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা : আমরা ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা, দয়া ও নানা আশীর্বাদ পেয়ে তাঁকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করে থাকি। যেমন, রোগ থেকে সুস্থ হয়ে, বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে, পরীক্ষায় ভালো পাশ করে, ভালো চাকরি পেয়ে ইত্যাদি।

প্রশ্ন ▶ ০৮ অহনা তার বান্ধবীদের মধ্যে সবচেয়ে খাটো। এই নিয়ে অনেকে বিভিন্ন কথা শোনায়। তাই মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকে। অন্যদের কথাও সে ভুল বুঝে। সব কাজে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে। এই অবস্থায় তার বান্ধবী রীটা তাকে বলে, "অহনা, ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর যে তুই বেঁচে আছিস। ভালো একটা পরিবার পেয়েছিস। আমারতো একটা চোখ নেই, তবুও ঈশ্বরের গৌরব করি আনন্দ করি। মন খারাপ করিনা। কারণ আমি জানি দুঃখের পরেই সুখ আসে। ঈশ্বর সবসময়ই আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আছেন।"

ক. নতুন নিয়মে কষ্ট সম্পর্কে যীশুর মনোভাব কীরূপ ছিল? ১
খ. পুরাতন নিয়মে কষ্টকে খুবই নেতিবাচক হিসাবে ধরা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. অহনার আচরণে কী ধরনের কষ্ট পরিলক্ষিত হয় তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. রীটার আচরণের মনোভাব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক নতুন নিয়মে কষ্ট সম্পর্কে যীশুর মনোভাব ছিল ইতিবাচক। নতুন নিয়মে যীশু নিজেই কষ্ট-যন্ত্রণাকে ধারণ করেছেন এবং মানুষের কষ্টভোগ সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

খ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে কষ্টভোগকে খুবই নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয়েছে। সেখানে কষ্টভোগকে মানবজীবনের একটি অভিশাপ ও কলঙ্ক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এমনকি, কষ্টভোগকে কারো জীবনে পাপের শাস্তি হিসেবে দেখা হতো। সাধু পিতরও একবার পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে যীশুকে প্রশ্ন করেছিলেন : "এটা কার পাপের জন্যে হয়েছে?" যীশু বলেছিলেন, কারো পাপের জন্যে নয়; বরং ঈশ্বরের গৌরবের জন্যে।

গ উদ্দীপকে অহনার আচরণের মানসিক ও হৃদয়ের কষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

মানসিক কষ্ট : দৈহিক কষ্টের মতো মনের কষ্টও কম নয়। দুশ্চিন্তা, হতাশা, নিরাশা, ব্যর্থতা, একাকীত্ববোধ, পরিত্যক্তবোধ, ভুল বোঝাবুঝি, নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক সমালোচনা ইত্যাদি ভীষণ মনোকষ্টের জন্ম দেয়। উদ্দীপকে অহনা সে নিজেকে সব কাজে ব্যর্থ মনে হয়েছেন তাই মানসিকভাবে কষ্ট ভোগ করেছিলেন।

হৃদয়ের কষ্ট : আনন্দহীনতা, অশান্তি, ভালোবাসার অভাব, গ্রহণীয়তার অভাব, বন্ধুত্বের অভাব, হৃদয়ের দুঃখ-কষ্টের কথা কাউকে বলতে না পারা ইত্যাদি হৃদয়ের মধ্যে গভীর কষ্ট ও বেদনা সৃষ্টি করে। অনেক সময় গরিব মানুষ কষ্ট পায় তার দরিদ্রতা বা নানা অভাব অনটনের কারণে, অন্যদিকে ধনী মানুষ অনেক সময় কষ্ট পায় সম্পদের জন্যে দুশ্চিন্তা এবং প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকার কারণে। অহনা সে অন্যদের মতো না হওয়ায় তার মধ্যে আনন্দ ছিল না। সে আনন্দহীন ও হৃদয়ের দুঃখ কষ্ট নিয়ে দিন পার করেছিল।

ঘ উদ্দীপকে রীটার আচরণের মনোভাবের সাথে পাঠ্যপুস্তকে কষ্ট যন্ত্রণার প্রতি নতুন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

নতুন নিয়মে যীশু নিজেই কষ্ট-যন্ত্রণাকে ধারণ করেছেন এবং মানুষের কষ্টভোগ সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হলেও আমাদের মতোই মানবরূপ ধারণ করলেন এবং পাপ ব্যতীত সকল বিষয়েই আমাদের মতোই দুর্বল স্বভাবের মানুষ হলেন। "তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন। আকারে প্রকারে মানুষের মতো হয়ে... আমাদেরই একজন হলেন তিনি (ফিলিপ্পীয় ২:৭-৮)।" আমাদের মতোই তাঁর জীবনেও ছিল অনেক স্বপ্ন এবং আশা আকাঙ্ক্ষা-যা তিনি পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। আবার আমাদের মতোই তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তি, সমস্যা, বিরোধিতা, ব্যর্থতা, হতাশা, বাধা এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতা এমনকি, মৃত্যুর অভিজ্ঞতাও গ্রহণ করেছেন। যীশু কখনোই শুধু নিজের দুঃখ-কষ্টকে বড় করে দেখেননি; বরং অন্যের দুঃখ-কষ্টে তিনি তাদের সমব্যথী হয়েছেন। তাই যখনই তিনি অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখেছেন, তখনই তিনি দয়া ও করুণায় পূর্ণ হয়েছেন; ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন (মথি ৯:৩৬; ১৪:১৪; ১৫:৩২; লুক ৭:১৩; যোহন ১১:৩৩-৩৭)

প্রশ্ন ▶ ০৯ দৃশ্যকল্প-১ : প্রবীর খুবই স্বার্থপর। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, সহপাঠীদের সাথে প্রায়ই ঝগড়া করে। অন্যের জিনিস ইচ্ছে করে নষ্ট করে দেয় কিন্তু কেউ কিছু বলার সাহস পায় না। প্রার্থনা করে না, আড্ডা ও আনন্দ ফূর্তিতে ব্যস্ত থাকে।

দৃশ্যকল্প-২ : শ্যামলী খুবই ধার্মিক। অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে যায়। কখনো কারো ক্ষতি করে না। সময়ের সদ্ব্যবহার করে। গুরুজনদের সর্বদা শ্রদ্ধা করে। ভুল করলে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে।

ক. যা 'আকর্ষণীয়, প্রশংসনীয় এবং সমর্থনযোগ্য' এগুলো কীসের বৈশিষ্ট্য? ১
খ. বিবেকের সাথে কার সম্পর্ক পরিপূরক? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত প্রবীর চরিত্রটি দ্বারা তোমার পাঠের কোন ধরনের ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শ্যামলীর চরিত্রটি কী প্রবীর চরিত্রের অনুরূপ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা আকর্ষণীয়, প্রশংসনীয় এবং সমর্থনযোগ্য এগুলো মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য।

খ বিবেকের সাথে মূল্যবোধের সম্পর্ক পরিপূরক তা ব্যাখ্যা করা হলো-

মূল্যবোধ ও বিবেকের মধ্যে একটা পরিপূরক সম্পর্ক রয়েছে। এই দুইটি একে অপরকে প্রভাবিত করে, মানুষের নৈতিকতাবোধ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে অবদান রাখে। যেহেতু মানুষের মূল্যবোধ দুইভাবে গঠিত হয় অর্থাৎ সে অন্তর্নিহিত ও বহিরাগত মূল্যবোধের সৃষ্টি করে, তাই মানুষের বিবেক গঠিত হয় প্রধানত দুইটি উপায়ে : অন্তর্নিহিত নৈতিক মূল্যবোধ এবং বহিরাগত মূল্যবোধ দ্বারা।

গ দৃশ্যকল্প ১-এ বর্ণিত প্রবীর চরিত্রটি দ্বারা পাঠ্যবইয়ে মূল্যবোধ ও বিবেক বিবর্জিত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

দৃশ্যকল্প-১ এ প্রবীর খুবই স্বার্থপর। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, সহপাঠীদের সাথে প্রায়ই ঝগড়া করে। অন্যের জিনিস ইচ্ছে করে নষ্ট করে দেয় কিন্তু কেউ কিছু বলার সাহস পায় না। প্রার্থনা করে না, আড্ডা ও আনন্দ ফূর্তিতে ব্যস্ত থাকে।

কিন্তু পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত মূল্যবোধ ও বিবেক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানুষ সবসময় আকর্ষণীয় ও প্রশংসনীয় কর্মকান্ড করে থাকে। কারণ মূল্যবোধ হলো এমন একটি নৈতিক বা আদর্শিক ধারণা, যা একজন ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী ভালো, কী মন্দ, কী উচিত, কী অনুচিত তা নির্ধারণে ব্যবহার করে। এটি মানুষের চিন্তা, আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলে। মূল্যবোধের মধ্যে সততা,দয়া ও সহানুভূতি, ন্যায়বিচার, শ্রদ্ধাবোধ, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেম রয়েছে।

ঘ শ্যামলীর চরিত্রটি প্রবীর চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য বা অনুরূপ নয়। কারণ প্রবীর মূল্যবোধ ও বিবেক বিবর্জিত ব্যক্তি। আর অন্যদিকে শ্যামলী একজন মূল্যবোধ ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি। প্রথম সে একজন ধার্মিক। অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন। কখনো কারো ক্ষতি করে না। সময়ের সদ্ব্যবহার করে। গুরুজনের সর্বদা শ্রদ্ধা করে। ভুল করলে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে।

শ্যামলীর আচারণের মাধ্যমে বুঝা যায় সে কেমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ।

কিন্তু বিপরীতে প্রবীরের চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। সে শুধু নিজের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করে। গুরুজনের প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই, সহপাঠীদের সাথেও প্রায়ই ঝগড়া করে। অন্যের জিনিসের প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই, নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার নষ্ট করে, তার অনুশোচনা বিহীন স্বভাবের জন্য কেউ তাকে কোনো কিছু বলতে সাহস পায়না। তার এইসব কর্মকান্ড প্রমাণ করে যে সে একজন ব্যক্তিত্ব বিহীন মানুষে পরিণত হয়েছে। এবং তার মধ্যে মূল্যবোধ ও বিবেকের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১০ ধর্ম ক্লাসে শিক্ষক প্রথম দিন ক্লাসে বলছেন, "আনন্দিত হওয়া, ব্যথার পর গৌরবান্বিত হওয়ার ইচ্ছা, আত্মপরিচয় সম্পর্কে সজাগ থাকা, ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা আমাদের উচিত।" ২য় দিন ক্লাসে শিক্ষক বলছেন, "দৈহিক কষ্ট, মানসিক কষ্ট, হৃদয়ের কষ্ট, জাগতিক কষ্ট মানুষকে হতাশার দিকে নিয়ে যায়।"

ক. হতাশা, নিরাশা ইত্যাদি কী ধরনের কষ্ট? ১

খ. মানুষকে কেন কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়? ২

গ. ধর্মশিক্ষকের প্রথম দিন ক্লাসে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ধর্মশিক্ষকের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের ক্লাসের বিষয় কী একই বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের যথার্থতা ব্যাখ্যা করো। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক হতাশা, নিরাশা ইত্যাদি মানসিক কষ্ট।

খ কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই জীবনের প্রতিষ্ঠা, গৌরব ও সাফল্যের জন্ম তাই মানুষকে কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়।

এই পৃথিবীতে কোনো মানুষেরই জীবন কোনোরূপ দুঃখ-কষ্টবিহীন আরামের নরম ফুলসজ্জা নয়। এই পৃথিবীতে যেমন রয়েছে দিন-রাত্রি ও আলো-আঁধারের খেলা, ঠিক তেমনিভাবে মানুষের জীবনেও রয়েছে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার রহস্যময় খেলা। দুঃখ-যন্ত্রণার কষ্ট-জ্বালা থেকে কেউ রেহাই পায়নি কখনো, রেহাই পায়নি পৃথিবীর প্রথম নরনারী আদম হবা, এমন কি, বড় বড় প্রবক্তা, ধর্ম প্রবর্তক এবং সাধু সাধ্বীগণও। তাঁরা বরং জীবনের দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণাকে বরণ ও সহ্য করেছেন মহত্তর কর্মসাধনের উদ্দেশ্যে।

গ ধর্ম শিক্ষকের প্রথম দিনের ক্লাসে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো কষ্ট-যন্ত্রণাকে জয় করা।

উদ্দীপকে ধর্ম ক্লাশে শিক্ষক প্রথম দিন ক্লাসে বলছেন, "আনন্দিত হওয়া, ব্যথার পর গৌরবান্বিত হওয়ার ইচ্ছা, আত্মপরিচয় সম্পর্কে সজাগ থাকা, ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা আমাদের উচিত। এই বাক্যের অর্থ হলো জীবনে দুঃখ কষ্ট আসবে এবং অবশ্যই তা জয় করে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে।

এই পৃথিবীতে সবাইকে দুঃখ কষ্ট মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ, যুবক, যুবতী সবাই যার যার জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।কষ্ট-যন্ত্রণার নিকট পরাজিত হওয়া যাবেনা। আর জীবন যুদ্ধে জয় লাভের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের মধ্যে দিয়ে আত্মিক শক্তি সঞ্চয় করতে পারি। কারণ ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সর্বশক্তিমান পথ প্রদর্শক ও আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা।

ঘ ধর্ম শিক্ষকের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের ক্লাসের বিষয়টি একই সূত্রে গাথা।

কারণ প্রথম দিনে ক্লাসের শিক্ষক জীবনে দুঃখ কষ্ট অনিবার্য কথাটি ফুটিয়ে তুলেছে আর দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন কষ্টের ধরন উপস্থাপন করেছেন।

পাঠ্য বইয়ে কষ্টের বিভিন্ন প্রকারভেদ উল্লেখ করা হয়েছে যেমন :

ক. দৈহিক কষ্ট : রোগ-যন্ত্রণা, দীর্ঘকালীন অসুস্থতা, ক্লান্তি, স্বাস্থ্যহীনতা, প্রসব-বেদনা, কঠোর পরিশ্রম, মৃত্যুযন্ত্রণা ইত্যাদি।

খ. মানসিক কষ্ট : দৈহিক কষ্টের মতো মনের কষ্টও কম নয়। দুশ্চিন্তা, হতাশা, নিরাশা, ব্যর্থতা, একাকীত্ববোধ, পরিত্যক্তবোধ, ভুল বোঝাবুঝি, নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক সমালোচনা ইত্যাদি ভীষণ মনোকষ্টের জন্ম দেয়।

গ. হৃদয়ের কষ্ট : আনন্দহীনতা, অশান্তি, ভালোবাসার অভাব, গ্রহণীয়তার অভাব, বন্ধুত্বের অভাব, হৃদয়ের দুঃখ-কষ্টের কথা কাউকে বলতে না পারা ইত্যাদি হৃদয়ের মধ্যে গভীর কষ্ট ও বেদনা সৃষ্টি করে। অনেক সময় গরিব মানুষ কষ্ট পায় তার দরিদ্রতা বা নানা অভাব অনটনের কারণে, অন্যদিকে ধনী মানুষ অনেক সময় কষ্ট পায় সম্পদের জন্যে দুশ্চিন্তা এবং প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকার কারণে।

ঘ. জাগতিক কষ্ট : জগতের নেতিবাচক ঘটনাপ্রবাহ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষের মনে কষ্ট জাগায় এবং হৃদয়কে ব্যথিত করে। যেমন : দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মহামারি, যুদ্ধ, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ, আর্থিক মন্দাভাব ইত্যাদি মানুষের মনে কষ্ট জাগায় এবং অশান্তি সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ **দৃশ্যকল্প-১ :** শিলা খবরের কাগজে একটি প্রবন্ধ পড়ছিল। পড়তে গিয়ে সে দেখল লেখা আছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো : পরিবারের উপর সহিংসতার ক্ষতিকর প্রভাব, সমাজের উপর সহিংসতার ক্ষতিকর প্রভাব, রাষ্ট্রের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব।

দৃশ্যকল্প-২ : রত্না তার সহভাগিতায় এই বিষয়গুলো তুলে ধরল : দুর্নীতি দমনে একত্রিত হওয়া, মাদক সেবন দূরীকরণ, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সৃজনশীলতা, সয়য়ানুবর্তিতা ইত্যাদি।

ক. সহিংসতা কী? ১

খ. সহিংসতার বিপরীত দিকটি কী? বুঝিয়ে দাও। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর বিষয়গুলো দৃশ্যকল্প-১ এর বিষয়ের সমাধানের বিভিন্ন পন্থা বলে কি তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃত মানবিকতার অপমৃত্যু বা বিবেক-দংশিত রূপই হলো সংহিসতা।

খ সহিংসতার বিপরীত দিক হলো অহিংসা অর্থাৎ ভালোবাসা। যদি আমরা অহিংসায় বিশ্বাস করি তাহলে আমরা আমাদের শত্রুকে ভালোবাসব। তখন একই নীতি আমরা সবার ওপর প্রয়োগ করব। যারা আমার বন্ধু তাদের প্রতি যেমন, তেমনি যারা আমার শত্রু তাদের প্রতিও তেমনি ব্যবহার করব। এই কারণে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, তোমরা তোমাদের শত্রুকেও ভালোবাসবে। একথা তিনি শুধু মুখেই বলেননি, তাঁর আপন জীবনে শত্রুদের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন। গেৎসিমানি বাগানে যখন শত্রুরা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁকে ধরতে এল তখন পিতর তরবারি দিয়ে একজন সৈনিকের কান কেটে ফেলেছিলেন। সেই মুহূর্তে যীশু বলেছেন, যে অস্ত্র ব্যবহার করে অস্ত্রের আঘাতেই তার বিনাশ ঘটে। কথায় বলে 'সহিংসতা সহিংসতার জন্ম দেয়।' এই কারণে তিনি ভালোবাসার কথা বলেছেন। কারণ সমস্ত দানের মধ্যে মহৎ দান হলো ভালোবাসা। এই ভালোবাসা মানুষকে সাহসী ও উদ্যমী করে তোলে। এই ভালোবাসা সমস্ত কিছুকে জয় করতে সাহায্য করে। একমাত্র ভালোবাসাই সহিংসতাকে দূর করতে পারে এবং সহিংসতার কুফল থেকে পরিবার, সমাজ বা শেকে রক্ষা করতে পারে।

গ দৃশ্যকল্প-১ যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো−

১. **পরিবারের ওপর সহিংসতা ক্ষতিকর প্রভাব :** পরিবার হলো সমাজের মৌলিক উপাদান। এই পরিবার থেকেই মানব জীবনের যাত্রা শুরু। আর সহিংসতার কারণে পরিবার নামক ক্ষেত্রটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় হয়। এর ফলে দেখা যায় পরিবারে একে অপরের প্রতি সন্দেহ, সম্পর্কের ফাটল এবং এরকম আরও অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। এর পরিণতি গিয়ে দাঁড়ায় ঝগড়া, মারামারি, হানাহানি ইত্যাদিতে। অনেক সময় জীবনও দিতে হচ্ছে অনেককে।

২. **সমাজের ওপর সহিংসতার ক্ষতিকর প্রভাব :** সহিংসতার ফলে পরিবারের ক্ষতিকর দিকগুলোর প্রভাব গিয়ে পড়ে সমাজের ওপর। ফলে দেখা যায় সমাজের মধ্যে যে একতা বা সম্পৃক্ততা থাকার কথা তার অবক্ষয় ঘটে। ছোট ছোট সমাজেও দলাদলি শুরু হয়। তা থেকে নানারকম কোন্দল সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক সমূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। এর ফলে অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়, যা সামাজিক উন্নয়ন ও গতিশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৩. **রাষ্ট্রের ওপর সহিংসতার ক্ষতিকর প্রভাব :** পরিবার ও সমাজের ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর রেশ গিয়ে পড়ে দেশ বা রাষ্ট্রের ওপর। সহিংসতা যখন দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তখন দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে; দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়; দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাধার সম্মুখীন হয়। ফলে দেখা যায় মিটিং, মিছিল, ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও, বোমাবাজি, নিখোঁজ ও গুম হওয়া, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেশের শান্তি বিনষ্ট হয় ও কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এর বিষয়গুলো দৃশ্যকল্প-১ এর বিষয়ে সমাধানের বিভিন্ন পন্থা বলে আমি মনে করি।

এর পক্ষে নিম্নে কয়েকটি যুক্তি প্রদান করা হলো−

দুর্নীতি দমনে একত্রিত হওয়া : সারা বিশ্বে দুর্নীতি এখন চরমে পৌঁছেছে। প্রতিটি দেশে উন্নতি বা শান্তি

১. **দুর্নীতি দমনে একত্রিত হওয়া :** প্রতিষ্ঠায় প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। তাই দুর্নীতি দূর করার জন্য এসময় থেকেই শিক্ষার্থীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে এ ব্যাধি দূর করা সম্ভব হবে এবং দেশ ও সমাজের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে। কারণ আজকের শিক্ষার্থীরাই হবে ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই আমরা জনসচেতনতামূলক সমাবেশ বা সভা-সেমিনার করে দুর্নীতি দমনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে চেষ্টা করব।

২. **মাদক সেবন দূরীকরণ :** এই সময় দেখা যায় অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে ফেলে। কিন্তু এ সময়টি হলো নিজেকে গঠন করার, ভালো-মন্দ বোঝার এবং সেই অনুসারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার। শিক্ষার্থীরাই পারে ব্যক্তিগতভাবে মাদক বা অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যকে 'না' বলতে এবং অন্যকেও তা সেবনে নিরুৎসাহিত করতে।

৩. **ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি :** শিক্ষার্থীদের এই সময়টি হলো নিজের ব্যক্তিত্ব বিকশিত করার সময়। তাই সবকিছুর মধ্যে একটা ইতিবাচক মনোভাব থাকা দরকার। মূলত তাদের এই নীতির বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং যা ভালো তা গ্রহণ করা ও সেই অনুসারে জীবনযাপন করাই শ্রেয়।

৪. **সৃজনশীলতা :** এই সময়টিতে শিক্ষার্থীরা পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে ,অজানাকে জানার কৌতূহল সৃষ্টি করতে এবং নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে। তাই এটাই সৃজনশীলতা প্রকাশের প্রকৃত সময়।

৫. **সময়ানুবর্তিতা :** শান্তি প্রতিষ্ঠায় সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব অনেক বেশি। এই সময় যদি তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয় তবে ভবিষৎ জীবনকে তারা সঠিক ও সুন্দরভাবে গোছাতে পারবে। এর ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখা দেবে।

৬. **আত্মবিশ্বাস :** আত্মবিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে নিজেকে ও নিজের সামর্থ্যকে বিশ্বাস করা। মানব চরিত্র সমৃদ্ধ-করণে এর অবদান অতুলনীয়। নিজের প্রতি যে যেমন আত্মবিশ্বাসী হয়, অন্যের প্রতিও তার ঠিক তেমনি হওয়া উচিত। তাই এই সময়টি আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির উত্তম সময়।

৭. **ন্যায্যতা :** যার যা পাওনা তাকে তা দান করাই হচ্ছে ন্যায্যতা। ন্যায্যতা মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে। তাই ন্যায্যতা শিক্ষার মধ্য দিয়ে এ সময় শিক্ষার্থীরা ন্যায্যতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হলে শান্তি আসবে।

৮. **বন্ধুত্ব :** বন্ধুত্ব হচ্ছে দুইজন ব্যক্তির ভালোবাসাপূর্ণ অঙ্গীকার বা গৃহীত দায়িত্ব। এটি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহ-ভালোবাসার ওপর নির্ভরশীল। বন্ধুত্ব আমাদের একতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে যা শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায়।